NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ সেনা পরিবারের জন্য শুরু আইন সহায়তা প্রকল্প

বিহারে অসুস্থ পরীক্ষার্থীকে অ্যাম্বুল্যান্সেই গণধর্ষণ ৭

কলকাতা ২৭ জুলাই ২০২৫ ১০ শ্রাবণ ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.07.2025, Vol.19, Issue No. 48, 8 Pages, Price 3.00

শ্রদ্ধায় স্মরণ শৌর্যের ইতিহাস

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই: ২৬ জুলাই দেশজুড়ে পালিত হয়েছে কার্গিল বিজয় দিবস। ১৯৯৯ সালে রীতিমতো পরিকল্পনা করে লাদাখের কার্গিল জেলা দখল করেছিল পাকিস্তানি সেনা। এরপরই শুরু হয় লড়াই। যা রূপ নেয় ঐতিহাসিক কার্গিল যুদ্ধের। অবশেষে ২৬ জুলাই আসে সেই ঐতিহাসিক দিন। পাক সেনাকে পরাস্ত করে ভারত। তারপর থেকে প্রতি বছর এই দিনটিকে বিজয় দিবস হিসাবে পালন করা হয়। বিশেষ এই দিনে যুদ্ধে শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

কার্গিলের দ্রাসে এদিন আয়োজিত হয় ২৬-তম কার্গিল বিজয় দিবস। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করার পাশাপাশি এই উপলক্ষে পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য এবং কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধের সময় প্রাণ হারানো সেনা সদস্যদের বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় মানুষও এই অনুষ্ঠানেঅংশগ্রহণ করেন।

মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গকারী বীর জওয়ানদের আমি শ্রদ্ধা জানাই। এই দিনটি আমাদের সেনার বীরত্ব, সাহস এবং দৃঢ় সংকল্পের প্রতীক। তাদের আত্মত্যাগ দেশবাসীকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে। জয় হিন্দ! জয় ভারত!

- রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

ভারতীয় সেনার শৌর্যবীর্যের ইতিহাস মনে করায় কার্গিল বিজয় দিবস। মাতৃভূমির জন্য তাদের আত্মত্যাগের চেতনা প্রতিটি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

২৬-তম কার্গিল বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য বলেছেন, "২৬-তম কার্গিল দিবস উপলক্ষে মাই ভারত-এর ৩০০০-এরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক 'পদযাত্রা' বের করে দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করা আমাদের দেশের সাহসী সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আমি খুশি যে, দেশের যুবকরা এই ধরনের 'পদযাত্রা'-এর মাধ্যমে তাদের কর্তব্য পালন করছে, বিকশিত ভারত গঠনের জন্য নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে।"

প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ সালের ১৩ মে থেকে ২৬ জুলাই, অর্থাৎ দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে চলে কার্গিল যুদ্ধ। পাকিস্তানের সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী যুদ্ধে তাদের ৪০০ জন সেনা নিহত হন। আহতের সংখ্যা ৬৬৫। ৮ জন সেনা যুদ্ধবন্দি হন। অপরপক্ষে ভারতের ৫২৭ জন সেনা শহিদ হয়েছিলেন। আহত হয়েছিলেন ১, ৩৬৩ জন। যুদ্ধবন্দির সংখ্যা ৫। অথচ ওই বছরের শুরুতেই বহুদিন পরে ভারত-পাক সম্পর্ক ভিন্ন মাত্রা পেয়েছিল। দিল্লি থেকে লাহোর পর্যন্ত 'সদা-এ-সরহদ' বাস পরিষেবা চালু হয়েছিল। ওয়াঘা-আট্টারি সীমান্ত দিয়েও চলাচল করত সেই বাস। এমনকী কার্গিল যুদ্ধের সময়েও চালু ছিল বাস পরিষেবা। ওই বাসে চেপে লাহোর গিয়েছিলেন তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। উদ্দেশ্য ছিল, দুই দেশের মধ্যে শান্তিস্থাপন। যদিও তৎকালীন উচ্চাকাঙ্খী পাক সেনাপ্রধান পারভেজ মুশারফ ভেস্তে দেন যাবতীয় শান্তি প্রক্রিয়া।

কার্গিল বিজয় দিবসে চিফ অফ দ্য আর্মি স্টাফ জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীকে রাখি পরাচ্ছে পড়ুয়ারা। শনিবার কার্গিলের দ্রাসে।

আগামী বৃহস্পতিবার পুজো কমিটির সঙ্গে বৈঠক মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন শারদোৎসব ঘিরে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। আগামী ৩১ জুলাই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দুর্গাপুজো সংক্রান্ত সমন্বয় বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত থাকবেন প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক, কলকাতা পুরসভা, দমকল, সিইএসসি, পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। আমন্ত্রিত থাকবেন পুজো কমিটির প্রতিনিধিরাও।

প্রতি বছরের মতো এবারও পুজো কমিটিগুলিকে সরকারি অনুদানের কথা ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বৈঠকে পরিবেশবান্ধব পুজো, শর্তবিধি, যান চলাচল ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক দিক নির্দেশও দেওয়া হবে। এই বছরের বৈঠকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির

দিকে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বৈঠকে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। উদ্দেশ্য, দুর্গাপুজোকে সর্বজনীন উৎসব হিসেবে তুলে ধরা।

উৎসবের দিনগুলিতে বিদ্যুৎ, জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই বৈঠক বলে জানিয়েছে নবান্ন। পুজো উদ্যোক্তাদের অনেকেই মনে করছেন, বিধানসভা ভোটের আগে এ বছর মুখ্যমন্ত্রী বাড়তি ঘোষণা করতেই পারেন।

গত বছর পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল ২৩ জুলাই। নেতাজি ইন্ডোরে সেই সভা চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন অনুদানের অঙ্ক ঘোষণা করছিলেন, তখনই সভাস্থলে আর্জি জানানো হয়েছিল চাঁদা বাড়িয়ে ১ লাখ টাকা করা হোক। কিন্তু তা নাকচ করে দিয়ে ৮৫ হাজারের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসঙ্গে বলেন, ধাপে ধাপে বাড়াতে হবে। এবছর এক লক্ষ টাকা করে দেবেন বলেও জানিয়েছিলেন তিনি।

বুথ লেভেলের প্রশিক্ষণ, বঙ্গে নিবিড় সমীক্ষা?

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিহারের পর বাংলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু করতে পারে জাতীয় নির্বাচন কমিশন, এমনটাই সূত্রে খবর। আর এই ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হতে পারে অগস্টের শুরুতেই। তারই প্রস্তুতি হিসেবে এবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের উদ্যোগে কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। শনিবার নজরুল মঞ্চে হয় এই প্রশিক্ষণ পর্ব। এদিন নজরুল মঞ্চে চার জেলার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার অর্থাৎ এইআরও, বুথ লেভেল অফিসার অর্থাৎ বিএলও আর সুপারভাইজাররা প্রশিক্ষণের জন্য অংশ নেন। এই প্রশিক্ষণে স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা সার নিয়েও যে ট্রেনিং দেওয়া হবে কর্মীদের তা স্পষ্ট ভাবে জানান, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল।

এদিন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, 'স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন তো ভবিষ্যতে হতেই পারে। ট্রেনিং তো বারবার হবে না। ভোট তো হবে ৬-৮ মাস পর। আমরা তো বারবার এসব ট্রেনিং করাতে পারব না। বিএলও-রা এখানে পার্ট টাইম কাজ করছেন। তাঁদের পরে ট্রেনিংয়ে ডাকা যাবে না। ট্রেনিংয়ের জন্য একটা খরচ হয়। তাই গোটা সিলেবাস একবারেই করাব। একদিনের ট্রেনিংয়ে স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন-সহ সব কিছু ছুঁয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন কখন হবে, সেটা জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানাবে।'

এদিকে বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিতর্ক বেধেছে। ৬৪ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়তে চলেছে। আর সেই কারণেই স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন নিয়ে উঠেছে নানা প্রশ্ন।

'স্বতন্ত্রতা'র পর ঠিকানা বদলের চিঠি নবান্নকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্তমানে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর রয়েছে বালমার লরি বিল্ডিংয়ে। তবে জায়গার অভাব এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে অসুবিধার কারণেই এবার দপ্তর সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এই বিষয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়েছেন সিইও মনোজ আগরওয়াল।

সম্প্রতি বিএলওদের জন্য রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। শনিবার নজরুল মঞ্চে আয়োজিত এক কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন খোদ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, দপ্তর স্থানান্তরের প্রক্রিয়া নিয়ে মুখ্যসচিবকে জানানো হয়েছে। যদিও এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আসন্ন এসআইআর-এর কোনও যোগ রয়েছে কি না, সে বিষয়ে তিনি মন্তব্য করতে চাননি।

অন্যদিকে, কমিশনের তরফে কিছুদিন আগেই নির্দেশ গিয়েছিল; মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরকে দ্রুত 'স্বাধীন' করা হোক। এই অবস্থায় দপ্তর বদলের খবরে নতুন করে আলোচনার পারদ চড়েছে প্রশাসনিক মহলে। দপ্তরের এক আধিকারিকের মতে, কর্মী সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় জায়গা সঙ্কট ও পার্কিং সমস্যাই মূল কারণ।

এদিকে এসআইআর ঘিরে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্যে। রাজ্যের নানা জেলায় একের পর এক বিএলও ট্রেনিং চলছে। সূত্রের খবর, অগস্ট মাস থেকে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের কাজও শুরু হতে পারে। সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'এসআইআর তো নিয়মিত চক্রের মধ্যেই পড়ে। আগেও হয়েছে, এবারও হবে। আমরা প্রস্তুত আছি। তবে প্রশিক্ষণ শুধুই এসআইআর কেন্দ্রিক নয়, বিএলওদের সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধিই উদ্দেশ্য।'

'রোহিঙ্গা-বাংলাদেশি মুক্ত শ্যামাপ্রসাদের বাংলা চাই'

নিজস্ব প্রতিবেদন: কার্গিল বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য উদ্যাপন এবং বীর সৈনিক ও শহিদ পরিবারদের সম্মান জানাতে তমলুক সাংগঠনিক জেলার নিমতৌড়ির স্মৃতিসৌধে শনিবার এক অনুষ্ঠানে হাজির হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স-সার্ভিস ম্যান সেলের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছিল শহিদ স্মরণ, সম্মাননা প্রদান এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। সেখান থেকেই একপ্রকার ঘোষণার সুরে রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজনীতির নতুন কর্মসূচির ইঙ্গিত দেন শুভেন্দু। তিনি জানান, 'আগামী ১৫ অগস্টের পর রাজ্যজুড়ে শুরু হবে নতুন আন্দোলন। যেমন আমি 'কন্যা সুরক্ষা যাত্রা' করেছিলাম, তেমনই এবার নামব; রোহিঙ্গা-মুক্ত, বাংলাদেশি-মুক্ত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বাংলা চাই- এই দাবিতে।'

সরাসরি অনুপ্রবেশের অভিযোগ তুলে শুভেন্দুর দাবি, 'রাজ্যে কোনও বাংলাদেশি মুসলমান থাকবে না। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিগত পাঁচ বছরে ওপার বাংলা থেকে মেয়েদের বিয়ে করে আনা হয়েছে। অনেকে ভিসা ছাড়াই রয়েছে, আর কারও ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ। অথচ ভুয়ো আধার কার্ড বানিয়ে তারা দিব্যি বসবাস করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃপায় ৫৪০ কিলোমিটার সীমান্তে কোনও ফেন্সিং নেই। রাজ্যের মুসলিম পাড়াগুলোতে গিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে এদের উপস্থিতি।' তিনি পূর্ব মেদিনীপুরে ভোটার তালিকা জালিয়াতির অভিযোগ তুলে বলেন, 'বিএলও তালিকা তৈরি করেছিলেন পূর্ণেন্দু মাঝি। সেটা আবার বদলানো হয়েছে। আমার কাছে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ আছে। আমি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি পাঠাব, যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।'

অসম এনআরসি প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়ে দিয়েছেন, হিন্দুদের কোনও ভয় নেই। নিচুস্তরে কিছু ভুল হয়েছিল, বন দপ্তরের মাধ্যমে; তৃণমূলের সঙ্গে যোগসাজশ করে। সেই ভুয়ো প্রচার ধরাও পড়ে গিয়েছে। মুন্নই পুলিশ প্রমাণ করে দিয়েছে, মমতা মিথ্যাবাদী।'

অপমানে আত্মহনন নবম শ্রেণির ছাত্রের

পাশকুঁড়ার ছায়া কাঁথিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাঁশকুড়ার চিপসকাণ্ডের ছায়া এবার পূর্ব মেদিনীপুরেরই কাঁথিতে। এক ছাত্রীকে টিটকিরি মারার অভিযোগে হেনস্থা করা হয় ক্লাস নাইনের এক ছাত্রকে। অপমানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হল ওই ছাত্র। আত্মঘাতী হওয়ার আগে বাবা-মার উদ্দেশে সে লিখে যায়, 'বাবা আমি ভুল করিনি, ওই মেয়েটাকে আমি চিনি না।' ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কাঁথির পিছাবনিতে। মৃতের বয়স মাত্র ১৫ বছর।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের ঘর থেকে একটি চিঠি মিলেছে। মনে করা হচ্ছে সেটি 'সুইসাইড নোট'। বাবার উদ্দেশে কিশোর লিখেছে, সে কোনও খারাপ কাজ করেনি। মিথ্যা অভিযোগে সকলের সামনে তাকে হেনস্থা করা হয়েছে। অপমান সইতে না পেরে নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে সে।

স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁথি থানায় পিছাবনি এলাকার বাসিন্দা সূর্য মান্না নবম শ্রেণির ছাত্র। গত বৃহস্পতিবার স্কুলে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে কটূক্তি করার অভিযোগ ওঠে ওই ছাত্রের বিরুদ্ধে। যদিও ছাত্রটি তখন দাবি করে সে ওই কাজ করেনি। ছাত্রীটিকে চেনেও না। স্কুল ছুটি হয়। ওই দিন বিকেলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এক সহপাঠীর বাড়িতে যায় ছাত্রটি। ফেরার পথে পিছাবনির বাজারে তাকে আটকে রেখে কয়েক জন বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ।

সেই সঙ্গে ছাত্রের বাবা-মাকেও ডেকে পাঠানো হয়। তখনও ছাত্রটি জানায়, ওই ছাত্রীকে সে চেনে না। এবং তাকে কটূক্তিও করেনি। তার পরেও সকলের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয় তাকে।

রাতে বাড়ি ফিরে বাবা-মার কাছে ছাত্রটি বলে সে কোনও ভুল করেনি। কিন্তু বাবা-মা তাকে বকাঝকা করে। এর পর শুক্রবার দুপুরে বাড়ির কড়িকাঠে দড়ি ঝুলিয়ে তাতে ফাঁস দেয় কিশোর। তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকেরা ছাত্রটিকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

মৃত ছাত্রের বাবা রবীন্দ্রনাথ মান্না বলেন, 'ছেলে বার বার নিজেকে নির্দোষ বলেছিল। কিন্তু ওই ছাত্রীর পরিবার ও পরিচিতেরা মিলে ওকে খারাপ খারাপ কথা বলে। সেই অপমানে নিজেকে শেষ করে দিল ও। আমার ছেলের আত্মহত্যার নেপথ্যে ওই মেয়েটির বাবা দায়ী। মেয়ের বাবা বাজারের কিছু লোকজনকে নিয়ে এসে আমার ছেলেকে আটকে মারধর করে। মানসিক নির্যাতন চালিয়েছে। ছেলে লিখে গিয়েছে সে কথা।' অন্যদিকে, ছেলেটির আত্মহত্যার নেপথ্যে তারা কোনও ভাবে দায়ী নয় বলে দাবি করেছে ছাত্রীর পরিবার।

ঘর বন্ধ করে মাকে পুড়িয়ে মারল ছেলে

মহেশতলায় অমানবিকতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘরের দরজা বন্ধ করে মাকে আগুনে পুড়িয়ে খুনের অভিযোগ উঠল এক মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের চণ্ডীতলা এলাকায় শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটে হাড়হিম করা এই ঘটনা। মৃতার নাম বিজলি ঘোষ (৭০)। ধৃত ছেলে সঞ্জয় ঘোষের বয়স ৫০।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই মা-ছেলের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অশান্তির। প্রায়শই মাকে মারধর করত সঞ্জয়। বহুবার পুলিশ এসে সতর্ক করলেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। শুক্রবার সকাল থেকেই বাড়ির আশেপাশে পচা গন্ধ পান প্রতিবেশীরা। সন্ধ্যায় ধোঁয়া বেরোতে দেখে পুলিশ ও দমকলে খবর দেওয়া হয়।

দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখা যায়, অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মায়ের দেহ পড়ে রয়েছে। পাশে বসে ছেলে।

দমকলকর্মীরা দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা বিজলি দেবীকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ সঞ্জয়কে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। স্থানীয়দের সন্দেহ, আগেই খুন করে পরে আগুন লাগিয়ে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে মহেশতলা থানার পুলিশ।

শনিবার তামিলনাড়ুর তুতিকোরিনে ৪ হাজার ৯০০ কোটির উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

আসছেন রাষ্ট্রপতি

■ একদিনের সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আগামী সপ্তাহে রাজ্যে আসছেন। ওইদিনই দিল্লি থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছবেন রাষ্ট্রপতি। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে সরাসরি যাবেন কল্যাণী। কল্যাণী এইমসের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি দীক্ষান্ত ভাষণ দেবেন। ওই অনুষ্ঠানের পর বিকেলে তাঁর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার কথা রয়েছে। রাজভবনে রাত্রিবাসের পর পরের দিন, ৩১ জুলাই রাজভবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করার কথাও রয়েছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি সেখ নিজাম পিতা সেখ মুজিবুর গ্রাম বলাইচন্ডী পোঃ- বড়োসিজা থানা- সাঁইথিয়া জেলা- বীরভূম ২৫/০৭/২৫ তারিখে সিউড়ি কোর্টে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের 1st কোর্টে অধীনে এফিডিভেট বলে Sk Nijam এবং Sekh Nijam আমার পিতা- Sk. Mujibur ও Sekh Mujibur এক ও অভিন্ন বলে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, Ranjeeta Bothra W/o Sanjay Kumar Baid, residing at Balaji Apartment, IC/1-Aswininagar, Narayantala, Near Adarsh Co-operative Society, Baguihati, Rajarhat Gopalpur (M), P.O. Aswininagar, Dist. North 24 Parganas, W.B. PIN-700159 have changed my name and shall henceforth be known as Sangeeta Baid as declared before the First Class Judicial Magistrate Court, Calcutta, Vide Affidavit No. 2516 dated 11th June, 2025. Ranjeeta Bothra and Sangeeta Baid both are same and identical person.

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল শিখা মন্ডল স্বামী স্বাধীন কুমার মন্ডল সাং তেতুলিয়া, থানা ও জেলা মুর্শিদাবাদ ৫৫০৫/১৬. ০৫.১৯৮৮, ৪৫৮৮/১৯৮৬, ৭০৯/১৯৮৬ দলিল বরাবর power of attroney সতীশ কুমার চলেরা, পিতা মৃত জেঠালাল চলেরা ০.০৩৭৫ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া নিঃশর্ত হন। উক্ত ব্যক্তির পক্ষে-বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন। থানা বহরমপুর মৌজা নাগপাড়া ১০৩, খ: নং ৩৪৮, দাগনং ৯৮/৩৪৮, পরিমাণ.০৩৭৫ একর

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১. রাজেশ ঘোষ পিতা-মৃত বিশ্বনাথ ঘোষ সাং- চকেরপাড়া বাকু দর্জি লেন পোঃ- কৃষ্ণনগর থানা- কোতোয়ালী জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১১০১, ২. সমর হালদার পিতা- সন্তু হালদার সাং- হরিপঞ্চাননতলা লেন, উত্তর কালিনগর, পোঃ- কৃষ্ণনগর থানা- কোতোয়ালী জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১১০১, ৩. সমরেশ ঘোষ পিতা- মৃত আনন্দমোহন ঘোষ সাং-নেদিয়ারপাড়া পোঃ- কৃষ্ণনগর থানা- কোতোয়ালী জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১১০১, গত ১১/১১/২০২২ তাং IV-178/2022 নং আমমোক্তার দলীল বলে ৭ নং তৌজি ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজা খতিয়ান নম্বর ২২৮৩, ৪২৮৬, R.S. ৮৬০৪, ৮৬০৫ L.R. ১৬৩০০, ১৭২৫২,১৭৪০৩, ১৮০২৩, ১৮০৩৪ দাগ নং- R.S ১৪১৫০ L.R. ১৯১০৩ R.S. ১৪১৫৪ L.R. ১৯১০৪ এর মোট ৫১.৬০ শতক সম্পত্তি আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয় জীবনানন্দ সাহা পিতা- মৃত জীবনকৃষ্ণ সাহা সাং- যুগোল কিশোর সাহা লেন, পোঃ- কৃষ্ণনগর থানা- কোতোয়ালী জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১১০১, এবং গত ১১/১১/২০২২ তাং IV-179/22 নং আমমোক্তার দলীল বলে উপরিউক্ত খতিয়ান ও দাগ নং এর মোট ২০৬.৪০ শতক সম্পত্তি আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ১. মহানন্দ সাহা ২. সত্যানন্দ সাহা ৩. সদানন্দ সাহা পিতা- মৃত জীবনকৃষ্ণ সাহা ৪. মানসিকা সাহা স্বামী - মৃত ভবানন্দ সাহা ৫. রাজশ্রী সাহা পিতা- মৃত ভবানন্দ সাহা সাং- যুগোল কিশোর সাহা লেন, পোঃ- কৃষ্ণনগর থানা- কোতোয়ালী জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১১০১, মহাশয় গনকে, উপরিক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

AFFIDAVIT

গত 20/06/2025 তারিখে S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 49 নং এফিডেভিট বলে আমি Bahauddin Reza S/o. Late Baker Reza ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ৯৮৩৫/২০২৪ নং দানপত্র দলিলে আমার বাবার নাম Morhum Sayed Baker Reza @ Baker Reza ও আমার পরচায় (যাহার জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, J.L. নং ৮৫, মৌজা উত্তর বাবনান, খতিয়ান নং ১০০৩ ও J.L. নং ৮৪, মৌজা মূলগ্রাম, খতিয়ান নং ১০৫৮) আমার নাম Bahauddin ও আমার বাবার নাম Mir Bako Reza লিপিবদ্ধ আছে। **Bahauddin Reza S/o. Late Baker Reza ও Bahauddin S/o. Mir Bako Reza, Morhum Sayed Baker Reza @ Baker Reza** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল সুখেন মন্ডল ওরফে সুমন, পিতা স্বাধীন মন্ডল সং নিমতলা গ্রীনফার্ম, থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ৭৫১১/১৬.০৭.১৯৯১ A.D.S.R দলিল বরাবর power of attorney সতীশ কুমার চলেরা পিতা মৃত জেঠালাল চলেরা .০২৫৫ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া নিঃশর্ত হন। উক্ত ব্যক্তির পক্ষে বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন। মৌজা নাগ ১০৩ বহরমপুর খ: নং ১৯১, দাগ নং ১০০/২৮৪, পরিমাণ .০২৫৫ শতক।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৭/২০২৫ তারিখেজুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৪৯৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhas Chakraborty ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Ayush Chakraborty S/o. Subhas Chakraborty & Jhumpa Chakraborty ও Ayus Chakrabortty S/o. Subhas Chakrabortty & Jhumpa Chakrabortty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা **১) ঝর্ণা ঘোষাল (মজুমদার)** স্বামী মৃত অসিত কুমার মজুমদার সাং - ৬৯/১/৪, ক্যুরি রোড, থানা - এ.জে.সি. বোস বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া, ৭১১১০৩ **২) চন্দনা চৌধুরী** স্বামী রনজিৎ চৌধুরী সাং - ৫/১, নস্কর পাড়া লেন, থানা - এ.জে.সি. বোস বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া, ৭১১১০৩, ১ নং ও ২ নং এর পক্ষে গত ইং ১৯/১২/২০১৯ তাং হাওড়া A.D.S.R. অফিস হইতে ৪ নং বহির ১০১৮ নং আমমোক্তার দলীল বলে আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয় **পারিজাত ঘোষাল** পিতা মৃত প্রভাস ঘোষাল, সাং ও পোঃ - চুপী, থানা - পূর্বস্থলী, জেলা - পূর্ব বর্ধমান পিন - ৭১৩৫১৩, উক্ত আমমোক্তার হইতে গত ইং ১২/১২/২০২৪ তাং I-9351/24 নং দলীল বলে J.L. No. 79 মৌজা - চুপী, খতিয়ান নম্বর L.R. 4681, দাগ নং - R.S ও L.R. 468 এর মোট ০১ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন **প্রিয়াঙ্কা প্রামাণিক** স্বামী - উৎপল প্রামানিক সাং ও পোঃ - চুপী থানা - পূর্বস্থলী জেলা - পূর্ব বর্ধমান, উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L.&.L.R.O. পূর্বস্থলী- ২ অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ A) সংকল্প সুরেকা, পিতা সুরেশ সুরেকা, সাকিম হরেশ্বর মেলা, বাঁকুড়া, B) শ্বাশত সুরেকা, পিতা নরেন্দ্র কুমার সুরেকা সাকিম দেশবন্ধু গলি, ওয়ার্ড নং ৩, বীর সাভারকর সরনী, বাঁকুড়া। গত ১২/১২/২০২২ তারিখে KOLKATA A.R.A II OFFICE এর ১৪৯৪৯ ও ১৪৯৫০ নং কোবালা দলিল মূলে ১। শ্যামল বাগ্দী, পিতা নবকুমার বাগ্দী, ২। দেবব্রত বাগ্দী ৩। অমিত বাগ্দী, উভয়ের পিতা নারান বাগ্দী, ৪। কনকলতা বাগ্দী,, স্বামী নারান বাগ্দী, সর্ব্বসাকিম ও পোঃ- জুনবেদিয়া, থানা ও জেলা বাঁকুড়া, ৫। আন্না মাজি, স্বামী বাদল মাজি, সাকিম গোপালপুর, মেদিনীপুর, ওন্দা, বাঁকুড়া, ৬। রীনা বাগ্দী, স্বামী শঙ্কর বাগ্দী, সাকিম রামপুর, বাঁকুড়া, ৭। মামনী বাগ্দী, স্বামী সত্যনারায়ন বাগ্দী, সাকিম বারুইপাড়া, রামসাগর, ওন্দা, বাঁকুড়া, ৮। কার্ত্তিক কুম্ভকার, পিতা বিজয় কুম্ভকার, সাকিম ও পোঃ জুনবেদিয়া, থানা ও জেলা বাঁকুড়া। উক্ত ১ নাগাদ ৭ নং দাতা-দাত্রীগন পক্ষে গত ইংরাজী ০৮/১২/২০২২ তারিখে বাঁকুড়ার D.S.R অফিসের ৬৪৬৪ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ও উক্ত ৮ নং দাতা পক্ষে গত ইংরাজী ০৯/১২/২০২২ তারিখে বাঁকুড়ার A.D.S.R অফিসের ৬৫১৩ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ও নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী সোমনাথ কাপড়ী, পিতা শ্রী জিতেন্দ্রনাথ কাপড়ী, সাকিম জগন্নাথবাটী, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া, উক্ত দুই আমোক্তারদ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, জুনবেদিয়া মৌজায় (জে.এল-২২৯) ৪৮০, ২৪৮, ২৩১২ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৬৮৭,৭৮৬, ৭৯৫, ৭৯৬, নং দাগে মোট ৩০ শতক জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-২ অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No.- F/423/652/2017

বিজ্ঞপ্তি

বারাসাত ডিস্ট্রিক্ট জজ, প্রথম ফাস্ট ট্রাক কোর্ট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা

ম্যাট্রিমনিয়াল স্যুট নং ৬৫৫ / ২০২৪

সুপ্রীয় দত্ত, পিতা- রামজীবন দত্ত, সাং ফ্ল্যাট নং ৫৮, পঞ্চম তল, বেনিয়ানট্টি, জীবনদ্বীপ, নিউটাউন, পোঃ- হাতিয়াড়া, থানা- নিউটাউন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১৫৭।

... বাদী/স্বামী

-বনাম-

প্রিয়াঙ্কা কুন্ডু, স্বামী- সুপ্রিয় দত্ত ও পিতা- প্রদীপ কুন্ডু, সাং সিভিল টাউনশীপ, রাহুরকেল্লা, রঘুনাথপল্লী, জেলা- সুন্দর গড়, পোষ্ট ও থানা- রঘুনাথপল্লী, রাজ্য ওড়িষ্যা, পিন-৭৬৯০০৪।

...বিবাদী/স্ত্রী

এতদ্বারা বিবাদীকে অবগত করা হইতেছে যে, ম্যাট্রিমনিয়াল স্যুট নং ৬৫৫/২০২৪ যাহা বাদী বারাসাত ডিস্ট্রিক্ট জর্জ প্রথম ফার্ষ্ট ট্রাক কোর্ট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনাতে বিবাদীর বিরুদ্ধে ফাইল করিয়াছেন, তাহা আগামী ০৭.০৮.২০২৫ তারিখে উক্ত কোর্টে শুনানীর দিন ধায্য হইয়াছে। উক্ত দিনে আপনি নিজে অথবা মনোনিত উকিল বাবু উপস্থিত হইবে নতুবা উক্ত মোকর্দ্দমা এক তরফা শুনানি হইবে।

তাং- ২৩.০৭.২০২৫

অনুমত্যানুসারে,
সেরেস্তাদার
বারাসাত ডিস্ট্রিক্ট জজ, প্রথম ফাস্ট ট্রাক কোর্ট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)
বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।
বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।
M-9830508955/ 8972034019

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭ শে জুলাই, রবি বার। ১০ ই শ্রাবন। শুক্লপক্ষ র তৃতীয়া তিথি মুহূর্ত। জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল, ও বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ। বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব ।স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি। রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ ।শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্তি। বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈর্য্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কিছুটা দুশিচন্তার জায়গায় থাকবে পরিবার-পরিজন এবং স্বজন বান্ধবদের সঙ্গে সতর্ক থাকুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : আইনি বিষয়ে জটিলতা থাকবে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া শুভ। ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : আজকের দিনটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে চলতে হবে। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ

(মধুশ্রবা তৃতীয়া তিথি মুহূর্ত।
শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর র শ্রী কৈবল্যধামে র প্রতিষ্ঠা দিবস)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)সুফিয়া বেগম** স্বামী মরহুম আব্দুল করিম হালদার, **২)আব্দুল সামাদ হালদার, ৩)মহম্মদ সরিফ হালদার** ২/৩ এর পিতা মরহুম আব্দুল করিম হালদার, সকলের সাকিম গোয়াড়া, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, **৪)লুৎফা বেগম** স্বামী সেখ কামরুল ইসলাম, সাকিম মগলমপুর, বেড়েলা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, **৫)সাবিনা বেগম,** স্বামী খাইরুল ইসলাম মন্ডল, সাকিম রানাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২২/০৫/২০১৭ তারিখে হুগলী, সদর রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-192/2017 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**কাসেম সেখ**, পিতা কাতের সেখ, সাকিম গোয়াড়া, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইং ২০/০৫/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2669/ 2022 নং দলিল মূলে **নকীমা বিবি** পিতা সেখ শুকুর, সাকিম গোয়াড়া, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ মহাশয়কে ৩.৮৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা গোয়াড়া, জে.এল নং ৫৩, হাল এল.আর. ৮৪/১ নং খতিয়ানে, সাবেক ২১০ তথা হাল এল.আর. ২৩৮ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ৫৮ শতকের মধ্যে ০.৯২৮৭ অংশে ৫৪ শতক তন্মধ্যে ২.৩৩ কাঠা বা ৩.৮৫ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **নকীমা বিবি** পিতা সেখ শুকুর তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**কাসেম সেখ (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **মহাঃ আকবর** পিতা মহাঃ জোয়াদার রহমান সাকিম পান্ডুয়া বেড়ামহল্লা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয় বিগত ইং ১৬/০৯/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-203/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**মহম্মদ মফিজুল রহমান**, পিতা মরহুম মহম্মদ আব্বাস, সাকিম পান্ডুয়া বেড়ামহল্লা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইং ১৭/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১)I-5516/2023 নং দলিল মূলে **সেখ আসমত আলি** পিতা সেখ আনসার আলী সাকিম বালিহাট্টা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়কে ৪.৯৫ শতক ও ২)I-5515/2023 নং দলিল মূলে **আনসুরা বেগম** স্বামী সেখ মুন্না পিতা সেখ আনসার আলী সাকিম বালিহাট্টা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়াকে ৯.৯০ শতক, একুনে দুইটি বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল-** জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা পান্ডুয়া, জে.এল নং ১০৮, হাল এল.আর. ১১৭৭৬ নং খতিয়ানে, ১)হাল এল.আর. ৩৭০৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৪ শতকের মধ্যে ৪.৯৫ শতক I-5516/2023 নং দলিল মূলে ও ২)হাল এল.আর. ৩৭০৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৪ শতকের মধ্যে ৪.৯৫ শতক ও হাল এল.আর. ৩৭০৪ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৩ শতকের মধ্যে ৪.৯৫ শতক, একুনে দুইটি দাগে মোট ৯.৯০ শতক I-5515/2023 নং দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)সেখ আসমত আলি** পিতা **সেখ আনসার আলী** ও **২)আনসুরা বেগম** স্বামী সেখ মুন্না পিতা সেখ আনসার আলী মহাশয়/মহাশয়াগণ তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মহম্মদ মফিজুল রহমান (আমমোক্তার)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নবান্ন অভিযান ঘিরে পুলিশ-আন্দোলনকারীর চাপানউতোর

মুখোমুখি যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ ও হাওড়া সিটি পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ২৮ জুলাই: 'নবান্ন অভিযান' কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ এবং হাওড়া সিটি পুলিশের মধ্যে প্রবল টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। একদিকে পুলিশ প্রশাসনের স্পষ্ট বার্তা; অনুমতি নেই, নিয়ম ভাঙলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের পাল্টা জবাব; সংবিধানসিদ্ধ অধিকার রুদ্ধ করা হলে আরও জোরালো হবে প্রতিবাদ।

যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষ শনিবার এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা আগেভাগে পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, ফরশো রোড হয়ে কাজীপাড়ার নবান্ন বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত যাব। কিন্তু পুলিশ জানায়, ওই রাস্তা 'কনজেস্টেড', তাই নতুন রুটের জন্য আবার আবেদন করতে হবে। অথচ নতুন আবেদন করার আগেই আমাদের হুমকি দেওয়া শুরু হয়।

ভাস্কর ঘোষের দাবি, হাইকোর্টে তাদের বিরুদ্ধে যারা মামলা করেছেন, তাঁদের পরিচয় তাঁদের কাছে রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা জানত, আমরা হাইকোর্টে গেলে প্রশাসনের হার হবে। কারণ আদালতে তারা বলেছে, আমাদের কর্মসূচিতে ব্যবসায়ীদের সমস্যা হবে। অথচ আমরা যে রুট বেছে নিয়েছি তা রেল ও পোর্ট ট্রাস্টের আওতায়, যেখানে ব্যবসায়ী কার্যত কেউ নেই। অসুবিধার প্রশ্নই নেই।

তিনি অভিযোগ করেন, হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে ওই রুটে কোনও সমস্যা নেই। অথচ পুলিশ মিথ্যে বলছে যে হাইকোর্ট অনুমতি দেয়নি। যদি আদালতই অনুমতি না দেয়, তাহলে পুলিশের এত তৎপরতা কেন?

অন্যদিকে, হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি শনিবার জানান, ১২ জুলাই আবেদন জমা পড়েছিল, ১৫ জুলাই তা খারিজ করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে নবান্ন অভিযানের অনুমতি দেওয়া হবে না। সমস্ত বিষয় বিচার করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, নিয়ম না মানলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কমিশনার আরও জানান, মঙ্গলাহাটি ব্যবসায়ী সমিতির আবেদনে হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। আদালত মঙ্গলাহাটি অঞ্চলে কোনও জমায়েত বা কর্মসূচির ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছেন এবং পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন, অমান্য হলে ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই অবস্থায়, ভাস্কর ঘোষ জানিয়েছেন; নবান্ন অভিযানের কর্মসূচি বদলানো হবে না। তিনি বলেন, আমাদের প্রারম্ভবিন্দু হাওড়া স্টেশন, গন্তব্য নবান্ন বাসস্ট্যান্ড। জায়গা বদল হবে না। প্রশাসন যদি আলোচনায় বসতে রাজি আমরা। ৬ লক্ষ শূন্যপদে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ, ওএমআর পাবলিকেশন ও যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ, অস্থায়ী কর্মীদের সমস্যা সমাধান; এই দাবিগুলিকে সামনে রেখেই আন্দোলন হবে।

তিনি আরও জানান, ২৮ জুলাই সকাল ৮টা ৩০ মিনিট থেকে লাগাতার আন্দোলন শুরু হবে। মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে ফিরলে আমরা আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। আমরা অপেক্ষা করব, আমাদের কর্মীরা প্রস্তুত। শান্তিপূর্ণ অবস্থানে বসে আলোচনার পথও খোলা রাখব। সব মিলিয়ে, নবান্ন অভিযানের আগে রাজ্যজুড়ে বাড়ছে উত্তেজনা। প্রশাসন যেকোনো মূল্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রস্তুতিতে, আর আন্দোলনকারীরা তাদের সাংবিধানিক অধিকারের পক্ষে অনড়। ২৮ জুলাইয়ের কর্মসূচিকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতির নজর এখন হাওড়ার দিকে।

শনিবার অরেঞ্জ লাইনের জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে মাদার ওয়্যাক্স মিউজিয়াম মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত অংশ পরিদর্শন করলেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি. উদয় কুমার রেড্ডি। মেট্রো রেল ও রেল বিকাশ নিগমের আধিকারিকরা তাকে কাজের অগ্রগতি ও নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা জানান। তিনি সিটি সেন্টার ২ ও মাদার ওয়্যাক্স মিউজিয়াম স্টেশনের নির্মাণকাজ, ভায়াডাক্ট ও ট্র্যাক বেড ঘুরে দেখেন।

এইমসের সমাবর্তনে যোগ দিতে রাজ্যে আসছেন রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিনের সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আগামী সপ্তাহে রাজ্যে আসছেন। ওইদিনই দিল্লি থেকে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছবেন রাষ্ট্রপতি। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে সরাসরি যাবেন কল্যাণী। কল্যাণী এইমসের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি দীক্ষান্ত ভাষণ দেবেন। ওই অনুষ্ঠানের পর বিকেলে তাঁর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার কথা রয়েছে। রাজভবনে রাত্রিবাসের পর পরের দিন, ৩১ জুলাই রাজভবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করার কথাও রয়েছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর। তারপরেই সেদিন দুপুরে কলকাতা থেকে ঝাড়খণ্ডের দেওঘরের উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। এই সফর ঘিরে প্রশাসনের তরফে কলকাতা এবং কল্যাণী, দুই জায়গাতেই কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

বায়ু দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নয়া পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও বন দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বায়ু দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বড় উদ্যোগ নিল পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও রাজ্য বন দপ্তর। আর এই দূষণ ঠেকাতে রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গড়ে তোলা হচ্ছে সবুজ জৈব প্রাচীর। কারণ, দূষণের উৎস খুঁজে পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও আইআইটি দিল্লি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বর্ষার শুরুতেই ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ায় শুরু হয়েছে বৃক্ষরোপণ। পরবর্তীকালে এই কর্মসূচি সম্প্রসারিত হবে বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূমে। মোট ৮০০ কিলোমিটার জুড়ে তৈরি হবে এই 'বায়ো-শিল্ড', এমনটাই জানাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এই অঞ্চলে নেওয়া হচ্ছে 'স্থানীয় গাছ, স্থানীয় মানুষ' প্রকল্পও। যেখানে ব্যবহৃত হবে সম্পূর্ণ স্থানীয় প্রজাতির উদ্ভিদ। এর ফলে শুধু গাছ লাগানোই নয়, বাড়বে পরিবেশগত ভারসাম্য। পাশাপাশি, গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে, কারণ এই প্রকল্পে স্থানীয় বাসিন্দাদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা হচ্ছে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও আইআইটি দিল্লির গবেষণায় উঠে এসেছে, ঝাড়খণ্ড, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা বাতাস পশ্চিমবঙ্গে দূষণ বাড়াচ্ছে। যানবাহনের ধোঁয়াও বড় কারণ। বিশেষ করে বাঁকুড়া ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু অংশে দূষণের মাত্রা তুলনামূলক বেশি। এই জৈবপ্রাচীর সেই দিক থেকে প্রতিরোধের ঢাল হিসেবে কাজ করবে। পরিবেশ ও জলবায়ুর সুরক্ষায় আশার আলো। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর এক আধিকারিক জানান, 'এই প্রকল্প শুধু দূষণ রোধ নয়, পরিবেশ ও জলবায়ুর স্থিতিশীলতা বজায় রাখার দিকেও বড় পদক্ষেপ।' একইসঙ্গে এতে জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহিষ্ণুতা তৈরির পথও প্রশস্ত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফ থেকে পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, পরিকল্পনা সফল হলে রাজ্যজুড়ে আরও বিস্তার করবে। এই মুহূর্তে পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি জেলায় শুরু হলেও, প্রকল্প সফল হলে রাজ্যের অন্যান্য সীমান্তবর্তী এলাকাতেও প্রসারিত হবে।

প্রকাশ্য দিবালোকে যুবকের উপর ব্লেড দিয়ে হামলা, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে এক যুবকের উপর ব্লেড দিয়ে হামলা। শনিবার দুপুরে ফুলবাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। আহত যুবকের নাম কুলদীপ দত্ত। রাজগঞ্জ ব্লকের ভুটকির বাসিন্দা ওই যুবক। আহত যুবককে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন হামলাকারী যুবককে ধরে এনজেপি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বিকেলে চার বন্ধু একটি ছোট গাড়িতে করে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। তখন হঠাৎ ফুলবাড়ি এলাকায় গাড়ির সামনে এক অজ্ঞাত যুবক এসে পড়ে, যা দেখে চালক গাড়ি থামায়। অভিযোগ, গাড়িতে বসে থাকা কুলদীপ বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই অভিযুক্ত যুবক হঠাৎ তাকে ব্লেড দিয়ে আক্রমণ করে।

২ অগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে 'আমাদের পাড়া', 'আমাদের সমাধান' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো ২ অগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে 'আমাদের পাড়া, 'আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। এখন রাজ্যজুড়ে তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জোর কদমে। শুক্রবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। তার পরেই এই কর্মসূচির জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা মান্য কার্যবিধি প্রকাশ করেছে নবান্ন। সেখানে বলা হয়েছে আগামী ২ অগস্ট থেকে শুরু হয়ে তা চলবে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত। পুজোর দিনগুলি বাদ না দিয়েই জেলার প্রতিটি ব্লকে, গ্রামে বা শহরাঞ্চলে শিবির করে স্থানীয় সমস্যার খতিয়ান তুলে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, ঠিক কী করা যাবে, আর কী করা যাবে না।

এসওপি অনুযায়ী, মূলত ১৫ ধরনের কাজ করা যাবে এই প্রকল্পের আওতায়। তার মধ্যে রয়েছে; নিকাশি নালা নির্মাণ বা সংস্কার, পানীয় জলের জন্য টিউবওয়েল বসানো, পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ, জলের ট্যাঙ্ক বসানো, রাস্তায় আলো বসানো, কমিউনিটি টয়লেট তৈরি, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ছাদ মেরামত, খেলার মাঠ নির্মাণ, বাউন্ডারি ওয়াল তৈরি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন রং করা, শৌচাগার মেরামত, পুকুর সংস্কার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা, কমিউনিটি শেড তৈরি, বাজার বা বাসস্টপে আলো ও ছাউনি বসানো। এই তালিকায় রয়েছে এমন সব কাজ যা স্থানীয় মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত এবং তুলনায় কম সময়ে কম খরচে সম্পন্ন করা যায়।

এতদিন সরকারি প্রকল্পে কিছু ক্ষেত্রে যে ধরনের কাজ করা হত, তার অনেকটাই বাদ গিয়েছে এই কর্মসূচিতে। এসওপিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বড় ধরনের নির্মাণ কাজ যেমন নতুন স্কুল, আইসিডিএস কেন্দ্র বা সরকারি দপ্তরের ভবন তৈরি করা যাবে না। জমি কেনা বা ভাড়া নেওয়াও নিষিদ্ধ। প্রকল্পে ব্যবহারযোগ্য জমি অবশ্যই সরকারি হতে হবে অথবা এমন জমি, যেটি নিয়ে কোনও আইনি জটিলতা নেই। ব্যক্তি মালিকানাধীন জিনিস, যেমন বাইক বা জলের পাম্প দেওয়া যাবে না। সরকারের বক্তব্য, প্রকল্পটি জনসমষ্টির উপকারে আসার জন্য, কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য নয়। প্রশাসনিক খরচ, অফিসের জন্য সামগ্রী কেনা কিংবা সরকারি কর্মীদের বেতন দেওয়ার কোনও ব্যয় বরাদ্দ এই প্রকল্পে করা যাবে না। এছাড়া, কোনও আদালতে বিচারাধীন বিষয়, প্রশিক্ষণ কর্মশালা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য কোনও বরাদ্দ থাকবে না।

সরকারি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল কম খরচে দ্রুত ফলদায়ক কাজ করা, যাতে সাধারণ মানুষ সরাসরি উপকৃত হন। যে সব কাজের স্থায়ী অবকাঠামো গড়ে ওঠে না, অথবা যা খরচে বেশি ও বাস্তবায়নে ধীর; সেগুলিকে এই প্রকল্পের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এইভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা বজায় রাখাই সরকারের লক্ষ্য।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৭ জুলাই ২০২৫, ১০ শ্রাবণ ১৪৩১ রবিবার

‘বাংলায় বসবাসকারী হিন্দু বাঙালিদের পুলিশ প্রায়ই হেনস্তা করে’

রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তোপ শুভেন্দুর, দিলেন পাশে থাকার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক সোশ্যাল মিডিয়া বার্তায় তিনি দাবি করেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মসূত্রে বসবাসকারী হিন্দু বাঙালিদের বিভ্রান্ত করতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পোস্ট ছড়ানো হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে এই ধরনের প্রচার চালানো হচ্ছে যাতে বাইরের রাজ্যে থাকা বাঙালিরা বিভ্রান্ত ও বিচলিত হয়ে পড়েন। শুভেন্দুর বক্তব্য, ভু-ভারতে বসবাসকারী ভারতীয় বাঙালি ও হিন্দু শরণার্থীরা কোথাও কোনও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না। তবে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী হিন্দু বাঙালিদের পুলিশ প্রায়শই হেনস্তা

করে থাকে। এই প্রেক্ষিতে রাজ্যের হিন্দু বাঙালিদের উদ্দেশ্যে শুভেন্দু লেখেন, যাঁরা পুলিশের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছেন, তাঁদের অনুরোধ করছি; যদি আপনারা কর্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও জেলায় থাকেন এবং ‘মমতা পুলিশ’-এর দ্বারা হেনস্তার শিকার হন, তবে নির্দ্বিধায় আমাকে ইমেলে বিস্তারিত তথ্য পাঠান। আমি আপনাদের সাহায্য করব। তিনি নিজের ইমেল আইডি প্রকাশ করে জানান adhikarisuvenduwb1@gmail.com

শুধু তাই নয়, রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে শুভেন্দু রাজ্যের সচেতন নাগরিকদের কাছে আর্জি জানান; যদি কোথাও রোহিঙ্গা মুসলিম বা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের খোঁজ মেলে, তবে তাঁদের বিষয়ে তথ্য-সহ তাঁকে জানাতে অনুরোধ করেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, প্রাপ্ত তথ্য উপযুক্ত জায়গায় পাঠিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুভেন্দুর এই বার্তা ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্কের পারদ চড়েছে।

বাঙালি হেনস্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগে সিলমোহর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার

‘পক্ষপাতদুষ্ট’ রিপোর্ট বলে কড়া আক্রমণে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশজুড়ে বাংলা ভাষাভাষীদের উপর পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে লাগাতার। যা নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ‘হিউম্যান রাইটস ওয়াচ’-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টও কার্যত তাঁর বক্তব্যেরই প্রতিফলন উঠে এসেছে। আর সেই রিপোর্ট সামনে আসতেই মুখ্যমন্ত্রীর সাফ মন্তব্য, ‘যা এতদিন ধরে বলেছি, তাই এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চেও উঠে এল। বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের টার্গেট করা হচ্ছে বিজেপির মদতে।’

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, অসম, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, ওডিশার মতো একাধিক রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী বহু ভারতীয় নাগরিককে বেআইনিভাবে বিদেশি ঘোষণা করে দেশ থেকে তাড়ানোর চেষ্টা চলছে। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নীতির ভিত্তিতেই এই ‘দেশান্তর প্রক্রিয়া’ চলছে বলে অভিযোগ।

মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, ‘এটা শুধু নিন্দনীয় নয়, সাংবিধানিক অপরাধ। বিজেপি ভাষার নামে বিভাজনের রাজনীতি করছে। এটা ভারতের পক্ষে আন্তর্জাতিক লজ্জা।’ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর এশিয়া ডিরেক্টর এলেইন পিয়ারসনের বক্তব্যও সামনে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ‘বাংলা

ভাষাভাষী বহু ভারতীয়কে বেআইনিভাবে বিতাড়িত করা হয়েছে। প্রশাসনের যুক্তি; তারা অনিয়মিত অভিবাসী, এই কথা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।’ মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়েছেন, বাংলায় এর বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ইস্যু আগামী দিনে তৃণমূলের অন্যতম বড় অস্ত্র হতে চলেছে বিজেপির বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যেই সরব বিজেপি। দলের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র অমিত মালব্য প্রশ্ন তোলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি জর্জ সোরসের পুতুল হয়ে উঠেছেন? তাঁর অভিযোগ, এইচআরডাব্লু হল সেই সংস্থা, যা পশ্চিমী ভারতবিরোধী লবির অর্থে চলে। সেই রিপোর্টে ভর করে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপ আহ্বান করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মালব্যর বক্তব্য, বাংলাদেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশ রুখতে ও ভোটার তালিকা বিশুদ্ধ করতে যে ‘স্পেশাল ইন্টান্সিভ রিভিশন’ প্রক্রিয়া চালু হয়েছে, তা একেবারেই সংবিধানসম্মত এবং নির্বাচন কমিশনের অধীন। কোনও বিদেশি অর্থপুষ্ট এনজিও-র ভিত্তিহীন অভিযোগে দেশের গণতন্ত্র বদলাবে না। সিএএ প্রসঙ্গ তুলে মালব্য আরও বলেন, সিএএ নিয়ে আগেও বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিলেন মমতা। এবার হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর মতো পক্ষপাতদুষ্ট সংস্থার রিপোর্টে ভর করে সেই চেষ্টাই করছেন। ভোটব্যাংক রক্ষার খেলায় দেশের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নাগরিকত্ব ও সীমান্ত সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নীতিকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে টেনে এনে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে গেলে দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। বিজেপির সাফ কথা, ভারতের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় কোনও বিদেশি সংস্থার শংসাপত্র প্রয়োজন নেই। বিদেশি এজেন্ডায় চলা শক্তিরা প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বার্থেরই বিরোধী।

বাংলায় এনআরসি হবে না বললে হবে? আইন তো কেন্দ্রের হাতে! তোপ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ‘বাংলায় এনআরসি হবে না’— মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, এনআরসি রাজ্যের বিষয় নয়, এটি একান্তই কেন্দ্রের অধিকারভুক্ত বিষয়। সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারেরই রয়েছে। সুকান্ত বলেন, এনআরসি তো প্রথম হয়েছিল অসমে। কেন হয়েছিল? ‘ত্রিপাক্ষিক চুক্তি’র জন্য। সেই চুক্তি করেছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কংগ্রেসেই ছিলেন। রাজীব গান্ধি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাহলে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তখন এর বিরোধিতা করেছিল? না, বরং তখন তাঁরা চুপ ছিলেন।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, আজ যখন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকেরা কাজ করতে গিয়ে এনআরসি-র নামে হেনস্তার শিকার হচ্ছেন, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর সরকার কোথায়? হরিয়ানার সরকার বাংলার ৫০ জনের একটি তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে; জানতে চেয়েছে তারা আদৌ ভারতীয় নাগরিক কি না। তাহলে এই তথ্য কারা পাঠায়?

সুকান্তের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনই বিভিন্ন রাজ্যে বাংলার মানুষদের নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ তোলার মদত দিচ্ছে। অসমে বিয়ে করে যাওয়া বাঙালি মেয়েদেরও এনআরসি নোটিস দেওয়া হচ্ছে। তখন তো রাজ্য প্রশাসনের কোনও ভূমিকা ছিল না। কেন চুপ করে ছিল তৃণমূল? তিনি বলেন, বাংলায় আজ হাজার হাজার অনুপ্রবেশকারী রয়েছে, যাদের থাকার পিছনে রয়েছে রাজ্য পুলিশের প্রত্যক্ষ মদত। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে না। অথচ সোশ্যাল মিডিয়ায় স্পষ্ট ভিডিও পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা নিজের মুখে বলছে, ‘হ্যাঁ, আমরা বাংলাদেশি, আমাদের ঠেলে পাঠানো হচ্ছে।’ তাহলে কার আশ্রয়ে তারা এতদিন এখানে ছিল?

সুকান্ত মজুমদার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বাংলায় একজন অনুপ্রবেশকারীও থাকতে পারবে না। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক সম্পত্তি নয়। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেন, উনি বলেন বাংলা ভাষায় বলবেন। আমি অপেক্ষা করছি কবে ইউসুফ পাঠান বাংলায় ভাষণ দেবেন। তখন বুঝব, তৃণমূল সত্যিই বাংলা ও বাঙালির দল।

শেষে সুকান্ত মন্তব্য করেন, কামদুনি ভুলে গিয়েছেন, এবার তমলুকও ভুলে যাবেন। কারণ একটার পর একটা জায়গায় তথ্য প্রমাণ লোপাটের মাধ্যমে অপরাধীদের রক্ষা করা হচ্ছে। আইপিএস-আইএএস মিলেই এই দুষ্টচক্র।

রেষারেষির বলি, কেষ্টপুরে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল ডেলিভারি বয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের দুই বাসের সঙ্গে রেষারেষির জেরে কেষ্টপুর ভিআইপিতে পথ দুর্ঘটনা। আর এই পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক ডেলিভারি বয়ের। সূত্রে খবর, মৃত যুবকের নাম অমিত মান্না। তিনি মেদিনীপুরের বাসিন্দা।

শনিবার ঘটনাটি ঘটে বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ। কেষ্টপুরের দিকে যাচ্ছিল ২১১ রুটের বাসটি। এবার খড়িবাড়ির কাছে আসতেই কেষ্টপুরের মোড়ে সাইকেল আরোহী ডেলিভারি বয়কে ধাক্কা মারে। ধাক্কার অভিঘাতে ছিটকে পড়েন যুবক। এরপর চলন্ত ২১১ বাসটি পিষে দেয় যুবককে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ। যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ভিআইপি রোডের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ‘দুটো ২১১ একসঙ্গে চলছিল। একে অপরকে ওভার টেক করছিল তখনই ধাক্কা দেয়। সেই সময় পুলিশ ছিল না। আমরাই

ধরলাম জখম ডেলিভারি বয়কে, তারপর অটো করে দিয়ে আসি হাসপাতালে। রোজ এই ঘটনা ঘটে। ওভারটেক করতে যায় আর তারপর এই ঘটনা। যেখান সেখান থেকে যাত্রী তোলে চালক,বাসস্যান্ড নাহলেও তোলে।’ এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, যুবকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আরজি কর হাসপাতালে পাঠানো হবে। পুলিশ ঘাতক বাসটিকে আটক করলেও চালক এবং কন্ডাক্টর পলাতক।

২০২৬ সালে বাংলায় তৃণমূলের বিসর্জন নিশ্চিত: মিঠুন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বছর ঘুরলেই বঙ্গে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে পাখির চোখ করে অনেক আগে থেকেই ময়দানে নেমে পড়েছে ঘাসফুল ও গেরুয়া শিবির। যুযুধান দু’পক্ষই একে অপরকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। প্রসঙ্গত, শনিবার দুটি বিধানসভা কেন্দ্র যথা-নোয়াপাড়া ও ব্যারাকপুর নিয়ে আয়োজিত কার্যকর্তা সম্মেলনে হাজির ছিলেন বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী। বিভেদ ভুলে দলীয় কর্মীদের তিনি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের বার্তা দিলেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, সত্যি কথা বলতে, একছাতার তলায় থাকা সনাতনীরা এবার জেগে উঠেছে। তাঁর জোরালো দাবি, ২০২৬ সালে বাংলায় তৃণমূলের বিসর্জন নিশ্চিত। আরামবাগের দৌলতপুরের কর্মী

সম্মেলনের মতোই ব্যারাকপুরের সম্মেলনে দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে ভোকাল টনিক দিলেন মহাগুরু। তাঁর সরাসরি বার্তা, মার খেয়ে ফিরে আসবেন না। পারলে পাল্টা মার দিন। উক্ত বৈঠকে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং মমতা ব্যানার্জিকে মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জি সিএএ-র বিরোধিতা করেছিলেন। সিএএ লাগু হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি এনআরসি-র বিরোধিতা করছেন। এনআরসি লাগু হবেই। মমতা ব্যানার্জি এখন এসআইআরের বিরোধিতা করছেন। কিন্তু এসআইআর হবেই। প্রসঙ্গত, বিহারে এসআইআর অর্থাৎ বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ গেছে। এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, যারা মারা গেছেন, যারা রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন, একাধিক জায়গায় যাদের নাম আছে কিন্তু কোনও খোঁজ নেই। বিহারে তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেছে। এতে মমতা ব্যানার্জির এত মাথা ব্যথা কেন। এদিন তিনি দাবি করলেন, বাংলায়ও স্বচ্ছ ভোটার তালিকা হবে। রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবেই। এদিনের কার্যকর্তা সম্মেলনে হাজির ছিলেন বিজেপি ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, ব্যারাকপুর জেলার মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মীনা সিংহ রায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর মিলন কৃষ্ণ আশ, আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী, কুন্দন সিং প্রমুখ।

বাঁশদ্রোণীতে বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে যুবকের পচাগলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার বাঁশদ্রোণীতে বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে এক যুবকের পচাগলা দেহ উদ্ধার। জানা গিয়েছে, শেয়ারে টাকা বিনিয়োগ করে সেভাবে লাভ পাননি। প্রায় নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সে কারণে মানসিক অবসাদে চরম সিদ্ধান্ত বলেই মনে করা হচ্ছে। নিহতের নাম সুব্রত দে। শেয়ার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তিনি। প্রতিবেশীরা জানান, দু-তিনমাস আগে বাঁশদ্রোণীর নিরঞ্জন পল্লিতে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেন। তিনি আদতে আসানসোলের বাসিন্দা। বাঁশদ্রোণীর ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। কারও সঙ্গে সেভাবে কথাবার্তা বলতেন না। ফ্ল্যাট থেকে কেবল ঢোকা-বেরনোর সময় দেখা যেত সুব্রতকে।

গত দু’দিন ধরে ফ্ল্যাটটি বন্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার থেকে দুর্গন্ধ পাচ্ছিলেন স্থানীয়রা। শনিবার তা প্রায় অসহ্য হয়ে ওঠে। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দরজা ধাক্কা দিয়ে কেউ তা খোলে না।

বাড়ানো হল স্নাতকস্তরে অনলাইন আবেদনের সময়সীমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এই নিয়ে তিনবার। ফের কলেজে স্নাতকস্তরে ভর্তির সেন্ট্রালাইজড অ্যাডমিশান পোর্টালে আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো হল। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ৩০ জুলাই পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইতিমধ্যেই নির্দেশিকা পাঠাল উচ্চশিক্ষা দপ্তর।

সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জুলাইয়ের ১৫ তারিখ জানানো হয়েছিল স্নাতকে ভর্তির আবেদনের সময়সীমা ১০ দিন বাড়ানোর কথা। জানানো হয়েছিল, ২৫ জুলাই পর্যন্ত অভিন্ন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন

ও রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন ছাত্রছাত্রীরা। উচ্চ মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের ৪১ দিনের মাথায় ১৮ জুন থেকে শুরু হয়েছিল সেন্ট্রালাইজ অ্যাডমিশন। প্রথম পর্যায়ে পোর্টালে আবেদন এবং রেজিস্ট্রেশনের শেষ দিন ছিল ১ জুলাই। তা বৃদ্ধি করে করা হয় ১৫ জুলাই। দ্বিতীয়বার আর ও ১০ দিনের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয় উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে। এবার তৃতীয়বার বাড়ল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির আবেদনের সময়সীমা। প্রথম বর্ষের ভর্তির অনলাইনে আবেদনের সময়সীমা বাড়িয়ে ৩০ জুলাই পর্যন্ত করল উচ্চশিক্ষা দপ্তর।

গেস্ট হাউসে আবাসিক রাখার এসওপি না মানলে পদক্ষেপ, জানালেন নগরপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরে বেড়ে চলেছে গেস্ট হাউসের সংখ্যা, কিন্তু গেস্ট হাউসে আবাসিক রাখার ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না কলকাতা পুলিশের এসওপি। কারণ, কলকাতা পুলিশের নির্দেশ, গেস্ট হাউসে অতিথি আসলেই তাদের পরিচয় পত্র রেখে পরবর্তীতে থানাকে জানাতে হয়। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকদিন ধরে বিলম্ব হচ্ছে। আর তারই সুযোগ নিয়ে বেশ কিছু অসামাজিক ঘটনাও ঘটে চলেছে কলকাতার বুকে। আর এই গেস্ট হাউস আদতে হয়ে উঠেছে দুষ্কৃতীদের শেল্টার হোম।

শুধু তাই নয়, এই এসওপি না মানায় গেস্ট হাউসে ঘটছে আত্মহত্যার ঘটনাও।

গত ২০ জুলাই আনন্দপুর থানায় অভিযোগ ওঠে যে, গ্রিন এজ রেসিডেন্সি গেস্ট হাউস পরিচয়পত্র যাচাই না করেই অতিথিদের থাকার অনুমতি দেয়। এরপর তদন্তে জানা যায়, ১৮ জুলাই, ২০২৫ থেকে কিছু ব্যক্তি কোনও বৈধ পরিচয়পত্র ছাড়াই গেস্ট হাউসে অবস্থান করছেন। আর এই এসওপি লঙ্ঘনের জন্য এই গেস্ট হাউসের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে এই ধরনের ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানান, প্রত্যেক গেস্ট হাউস, হোটেল, লজে আমাদের এসওপি মেন্টেন করা হয় কি না আমরা তা আরও খতিয়ে দেখব। যারা পুলিশকে ইনফর্ম করেনি তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এসওপি আমরা রিভিউ করে দেখছি।

নিম্নচাপ কাটলেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দুই বঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিম্নচাপ সরে গিয়েছে উত্তর ছত্রিশগড়ে। রবিবার তা আরও সরে পূর্ব মধ্যপ্রদেশে চলে যাবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানিয়েছে, এটি শক্তি ক্ষয় করে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। তবে মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় রয়েছে বঙ্গে। মৌসুমী অক্ষরেখা বর্তমানে ঝাড়খণ্ড থেকে পুরুলিয়া ও কাঁথি হয়ে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে রাজ্যে সক্রিয় রয়েছে বর্ষা। নিম্নচাপ সরে যাওয়ায় আপাতত সমুদ্র পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক। তবে রবিবারও মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পূর্বে মঙ্গলবার পর্যন্ত এই সতর্কতা আগে থেকেই দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে রাজ্যে। এর প্রভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। সোম ও মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে, তবে বৃহস্পতিবার থেকে কমার সম্ভাবনা।

দক্ষিণবঙ্গে রবিবার ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা কম, তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনায়। এরপর সোমবার ভারী বৃষ্টি সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়াতে। মঙ্গলবার নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। এরপর বুধবার বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। এরপর বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ কমবে, ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

উত্তরবঙ্গে রবিবার আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারে। এরপর সোমবার কালিম্পং, মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

বিগত ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে শ্রাবণের ধারার দাপটে কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি নীচে নেমে গিয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৫ ডিগ্রি নীচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৮৮ শতাংশ। সকাল পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬৮.৬ মিলিমিটার।

সম্পাদকীয়

সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই বেসরকারিকরণের পথে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো, কর্মী থেকে যাত্রীমহলে আশঙ্কা

পূর্বে সেক্টর ফাইভ থেকে পশ্চিমে গঙ্গা পেরিয়ে হাওড়া ময়দান। এটাই কলকাতার দ্বিতীয় মেট্রো রুট, যা ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো নামে পরিচিত। রুটের কাজ এখনও সম্পূর্ণ করা যায়নি। শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা অংশ জোড়া বাকি। বাকি পথ দু'ভাগে ভেঙে পরিষেবা দিচ্ছে মেট্রো। কবে পুরো রুট চালু হবে জানতে অপেক্ষায় শহরবাসী। এরমধ্যে অন্য খবর। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার পথে এগোচ্ছে কর্তৃপক্ষ। মেট্রোর কর্মী ইউনিয়নগুলির দাবি, দরপত্রও নাকি ডাকা হয়ে গিয়েছে। ৩১ জুলাই খোলা হবে। বোর্ডের মিটিংয়েও নাকি এ নিয়ে এক রাউন্ড আলোচনাও শেষ। তবে মেট্রো কর্তৃপক্ষ বলছেন, এখনও কিছুই চূড়ান্ত নয়। তবে যে সব খবর সামনে এসেছে তা মিথ্যা, এমনও জোর দিয়ে বলা হয়নি। তার মানে পরিষ্কার, তলে তলে বেসরকারিকরণের আয়োজন চলছে। আজ অথবা কাল তা প্রকাশ্যে আসবেই। আর এই জল্পনা সামনে আসতেই নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে মেট্রোর কর্মচারি মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থা কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে কর্পোরেশন লিমিটেডের তরফে সরকারিভাবে কিছু না বলায় জল্পনা বেড়েছে। সূত্রের খবর, এই রুট নিয়ে দিল্লি মেট্রো রেল আগ্রহী ছিল। তবে এবার তারা আগ্রহী কিনা সেটা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারছেন না। দিল্লি মেট্রো রেলওয়ে কর্পোরেশন লিমিটেড একটি স্বশাসিত সংস্থা। বেশ কিছু শহরে তারা মেট্রো পরিষেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে। তবে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার কাজে যে ম্যান পাওয়ার এবং প্রযুক্তি প্রয়োজন, তার যে অভাব রয়েছে সেটা মেনে নিচ্ছেন মেট্রো আধিকারিকরাও। সেটা মাথায় রেখেই কলকাতা মেট্রোর শীর্ষকর্তাদের একাংশ বিষয়টি নিয়ে আগ্রহী। কিন্তু কর্মী ইউনিয়নের জোরালো আপত্তিতে বিষয়টি সাময়িক ভাবে থমকে যায়। কর্মীদের যুক্তি, পুরো রুটে পরিষেবা শুরু হলে যাত্রী-সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়বে। তাহলে, প্রযুক্তিগত ভাবে উন্নত, আর্থিক ভাবে সম্ভাবনাময় একটি রুট কেন বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হবে?

শব্দবাণ-৩৪১

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অত্যন্ত স্বার্থপর ৩. বাহাদুরি ৫. গোধূমচূর্ণ, আটা ৬. জ্বালানি কাঠ ৭. ক্ষিপ্ত, জ্ঞানশূন্য ৯. একধরনের ঘোড়ার গাড়ি ১১. রাজি ১২. অল্প কয়েক দিন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. উত্তাপ ২. অধিক, অতিরিক্ত ৩. ওপার ৪. আসিল — হাতে রাজার ঝিয়ারি ৭. অপব্যয়ী ৮. ছাড়-হুকুম ৯. দীপ্তি, প্রভা ১০. নখ কাটবার যন্ত্র।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৪০

পাশাপাশি: ২. জাগরস্বপ্ন ৩. বোধরহিত ৬. মহাযহিম ৭. পর্ণকুটীর।

উপর-নীচ: ১. আরোগ্যাশ্রম ২. জাতবোষ্টম ৪. রকমফের ৫. তরঙ্গোচ্ছ্বাস।

জন্মদিন

আজকের দিন

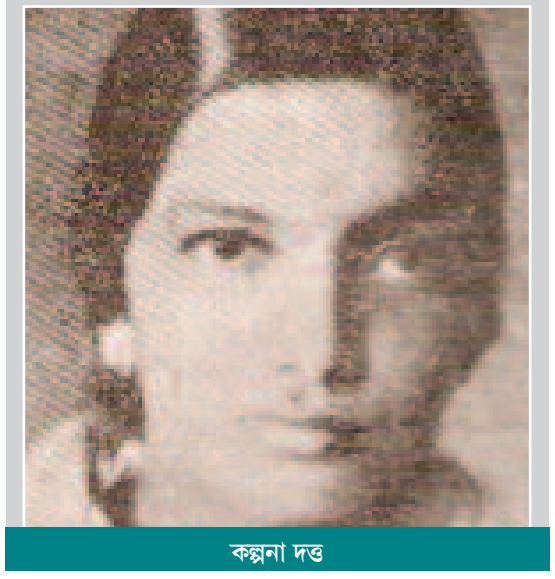

কল্পনা দত্ত

১৯১৩ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী কল্পনা দত্তের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট গিটার শিল্পী বিশ্ব মোহন ভাটের জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাহুল বোসের জন্মদিন।*

দু'টি ঘটনা যে সূচ্যগ্রে দাঁড়িয়ে

অশোক অধিকারী

'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ' এই আপ্তবাক্যের উপর ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বাসী করে তোলার দিন গিয়াছে। বাস্তবতায় আমাদের ফিরে যেতেই হয় তা হল মৌলিক প্রশ্ন তোলার বয়সে রাষ্ট্র কাঠামোর দুর্বলতাগুলিকে চিহ্নিত করা যেমন তাদের দায়িত্ব তেমনই রাষ্ট্র পরিচালকের শিক্ষার অভিমুখের বিপদের দিকগুলিকে চিহ্নিত করতে সেমিনার, মিটিং মিছিল ইত্যাদির ব্যবস্থা করে ছাত্রসমাজকে সচেতন করাও তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ছাত্ররা কেন সংসদ নির্বাচন চাইবে বা তারা কেন ছাত্র রাজনীতি করবে এ ধরনের প্রশ্ন তুলে পরিণত ছাত্রজীবনে স্থিতাবস্থার পক্ষে যাঁরা মত পোষণ করেন তাঁদের জেনে রাখা দরকার যে, ষাট সত্তরের ছাত্র আন্দোলনের যে অভিমুখ ছিল তারই পথ ধরে সমাজ বদলের পরম্পরা অব্যাহত থাকলেও আজকের রাজনীতি পরিচর্যার অভাবে দিকভ্রান্ত সন্দেহ নেই। ছাত্ররা স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিষ্ঠান বিরোধী ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সবকালেই।

আঠারো দিন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে(আই এস এস) কাটিয়ে ভারত মহাকাশযাত্রার আগাম স্বপ্ন বুকে নিয়ে ভারতের গর্ব লক্ষ্মৌয়ের শুভাংশু শুক্ল যেদিন দেশের মাটিতে ফিরলেন তাঁর বন্ধুদের নিয়ে সেদিনই ভারতের অন্য এক প্রান্তে ওডিশার বালাসোরে ফকিরমোহন অটোনমাস কলেজের অগ্নিদগ্ধ নির্যাতিতা ছাত্রী টানা দুদিনের জীবন মৃত্যুর কঠিন লড়াইয়ে মৃত্যুর কাছে হার স্বীকার করে শবদেহ হয়ে ভুবনেশ্বর এইমস থেকে বাড়ি ফিরল! একটি সফল অবতরণ আর অন্য একটি অবনমন ও মৃত্যুর অনুসরণ, 'বেটি বাঁচাও,বেটি পড়াও'র সেই অনুরাগী 'মন কি বাত'কে কতখানি পল্লবিত অথবা লজ্জানত করে দিল তা ভাবলে আমাদের সুষুম্নায় একটি ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায় সন্দেহ নেই!এ লেখা যখন লিখতে বসেছি তখন ওডিশায় বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া মঞ্চের বন্ধ পালিত হচ্ছে।সারা দেশ জুড়ে চলছে প্রতিবাদ।জঘন্য ঘটনার বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন দেশের নাগরিক সমাজ।একটি প্রাতিষ্ঠানিক হত্যার বিরুদ্ধে যে ধরণের ভাষা প্রয়োগ করে সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সংঘটিত করা যায় তাই করছেন বিরোধী দল সহ দেশের ছাত্র ছাত্রী সমাজ।কিন্তু কেন এ মৃত্যু! কেন এমনতর ঘটনা ঘটল ঐ অটোনমাস কলেজে।কেন কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানের (সমীর কুমার সাউ) উপর্যুপরি বেশ কয়েকমাস ধরে যৌন হেনস্থায় বিপর্যস্ত ঐ ছাত্রীকে অধ্যক্ষের কাছে অধ্যাপকের বিরুদ্ধে লিখিত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করার পরও কোন হিরন্ময় নীরবতায় তিনি আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন।একদিকে নির্যাতিতার 'কেরিয়ার খেয়ে'দেওয়ার হুমকি অন্য দিকে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের বিনিময়ে নানা সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রস্তাব এবং সবশেষে তার সঙ্গে অশালীন আচরন করার মতো ঘৃণ্য কাজ করেও ঐ মহান মানুষটি কিভাবে কলেজে থেকে যান তা সততই আশ্চর্যের।আরও আশ্চর্যের ঐ ছাত্রী কলেজের গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেলে ঐঅধ্যাপকের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেও কিছু কাজ হয় না।সবশেষে অধ্যক্ষের কাছে সমীর কুমার সাউয়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবী জানিয়ে যখন কোনো সদুত্তর পায়নি সে তখনই অধ্যক্ষের ঘর থেকে বেরিয়ে রাগে ঘৃণায় ও ক্ষোভে নিজের শরীরে আগুন দেয়। সহপাঠীরা বাঁচানোর চেষ্টা করার আগেই তার শরীরের ৯৫ শতাংশ পুড়ে যায়।ঘটনার প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত সমীর কুমার সাউ গ্রেপ্তার ও কলেজের অধ্যক্ষকে সাসপেন্ড করা হলেও ছাত্রীর শরীরের আগুনে তখন পুড়ছে ওডিশার শিক্ষা প্রশাসন সহ গোটা সরকার। প্রতিবাদে ফুটছে গোটা রাজ্য।ইতিমধ্যে এই বার্তা রটি গেল ক্রমে যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ ও সরকারী প্রশাসন ঐ অভিযুক্ত অধ্যাপককে আড়াল করার খেলায় নেমেছে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বিরোধী দলনেতা নবীন পট্টনায়কের একটি ওজনদার বার্তা তখন পৌঁছে গেছে সারা রাজ্যের পথে প্রান্তরে- 'গায়ে আগুন দিয়ে এক পড়ুয়ার আত্মঘাতী হওয়ার সিদ্ধান্ত একা ধারে বীভৎস ও দুঃখজনক।... কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এখনই রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ করা উচিত। নির্যাতিতা যাতে বিচার পান তা নিশ্চিত করা উচিত।' কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন,এই ঘটনা শুধু অমানবিক বা লজ্জাজনক নয়,এটা আমাদের গোটা সমাজের মৌলিক কাঠামোর উপর আঘাত।

কাক কাকের মাংস খায় না বলে যে প্রবাদ আছে তার ঊর্ধ্বে গিয়ে বিজেপির আশীর্বাদধন্য অধ্যাপক যৌন হেনস্থা এমন একজনকে করলেন যে কলেজ পড়ুয়া এবিভিপির সদস্যা।কিন্তু পড়ুয়ার রাজনৈতিক দর্শন যাই থাক তার ওপরে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তা নিন্দারও অযোগ্য।অবক্ষয় যখন শিক্ষার অঙ্গনকে কলুষিত করে তখন এক ঘোর অন্ধকার যে গোটা সমাজকে গ্রাস করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নইলে গত ১লা জুলাই ঐ নির্যাতিতা কলেজের গ্রিভান্স রিড্রেসাল সেলে অভিযোগ করলেও তাঁর সেই অভিযোগে আমল না দিয়ে তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে তদন্ত কমিটি। যাবতীয় ঘটনার বিবরণ ঐ ছাত্রী তার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে এবং তা ফরোয়ার্ড করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান (ওড়িশার বাসিন্দা),ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি সহ স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদ সহ প্রশাসনিক স্তরের কর্তাব্যক্তিদের।কোথাও কোনো উত্তর না পেয়ে মানসিক নির্যাতনের চরম শিখরে পৌঁছে তাকে এই পথ বেছে নিতে হয়েছে।নির্যাতিতার বাবা কলেজ কর্তৃপক্ষ ও আইসিসিকে দুষে এই অভিযোগ করেছেন যে, তাদের জন্যই মেয়েকে তারা হারিয়েছে। আই ওয়াস করার অছিলায় রাজ্য প্রশাসন ঐ কলেজের সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক ও অধ্যক্ষকে সাসপেন্ড ও গ্রেপ্তার করাতে বাধ্য হয়েছে।মেয়ের গ্রাম বালাসোরের ভোগারাই শোকে বিহ্বল কিন্তু প্রতিবাদে মুখ।সারা দেশেই নারী নিরাপত্তা যে বিপদের মুখে তার আরও একটি প্রমাণ ওড়িশায় দৃশ্যত হল।ভেতরে ভেতরে গর্জাতে থাকা মন ফিরে যায় রবীন্দ্রনাথে, 'ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা /হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা তোমার আদেশে/যেন রসনায় মম সত্য বাক্য ঝলি ওঠে খরখড়্গসম তোমার ইঙ্গিতে...।'

লেখার শিরোনামে আর একটি ঘটনা যা আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে ও প্রতিবাদী আঙিনায় লাইনে এনে দাঁড় করায় তা হল আমাদের রাজ্যে সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে ঘটে যাওয়া গণ ধর্ষণের ঘটনা; যেখানে আইন পড়ানো হয় অথচ সেই 'সাপের ঘরে ঘোগের বাসা'য় আইনের পাঠ নিয়ে বেআইনি ও অমানবিক ঘটনা ঘটে যায় ইউনিয়ন রুমে।অনির্বাচিত ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী বানিয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে আমাদের ছাত্রীটিকে যখন 'ম্যাঙ্গো বাহিনী'নির্জন ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে এবং তাতে ছাত্রীটি অসুস্থ হয়ে পড়লে পাশের ওষুধের দোকান থেকে ইনহেলার কিনে এনে তাকে কিছুটা সুস্থ করে আবার ধর্ষণ করা হয় তখন আইনের পাঠ্যক্রমের সবকটি অধ্যায় যেন ধর্ষণের শিকার হয় এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় যখন 'লার্নিং'র বেসাতি করে তাকে উৎপাটিত করে গাঁজার চাষে ইন্ধন জোগায়,ইউনিয়ন রুমগুলো অসামাজিক কাজকর্মের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং 'থ্রেট কালচার'র সূতিকাগার হয়ে দাঁড়ায় তখন যে শাসকদলের বদান্যতায় ও আশকারায় ইউনিয়ন রুমে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের দু নম্বরের ছবি দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেপিস্ট প্রাক্তনী ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়াকে গণধর্ষণ করে তার ছবি ভিডিও করে ছড়িয়ে দেবার ভয় দেখায়, সেখানে আর যাই হোক 'লার্নিং'র 'ল' থাকেনা-থাকে শুধু অন্ধকার! তখন আমরা কী শিখছি বা কী শেখাচ্ছি বা কী শিক্ষা দপ্তর চালাচ্ছি তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা জীবিত থাকলেও আমরা এই অন্ধকারকে কিভাবে মেনে নিতে পারি!কেন ছেলেমেয়েদের শেখাতে হবে,'সাবধানে কলেজে থাকবি,সকাল সকাল বাড়ি ফিরবি,একসঙ্গে থাকবি, একসঙ্গে ফিরবি'র মতো সাবধানী কথা! সংবাদে এসেছে নির্যাতিতা ছাত্রী ও ম্যাঙ্গো বাহিনী একই দলের।কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতিকে সে জেঠু বলে।সহকারী অধ্যক্ষ তথাকথিত মনোজিৎকে দেখিয়ে নিয়ে সব নোটিশ ছাড়ে।কলেজের যাবতীয় নির্মাণ কার্য সহ অর্থনৈতিক লেনদেনের একটা বড়ো অংশ তার হাত দিয়ে হয়।তিনি আবার পেশায় রেজিস্টার্ড (শোনা যায় তা বাতিল হয়েছে) আইনজীবী। অন্যদিকে কলেজের ৫০০টাকার অস্থায়ী সাফাইকর্মী। সিভিক ঝাড়ুদার। তার হাতে কলেজের যাবতীয় দেখভালের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তথাকথিত জেঠু ও সহকারী অধ্যক্ষ দিব্বি চালিয়ে যান।সেই আস্কারা পেয়ে মনোজিতেরা সারা রাজ্যের অনির্বাচিত ছাত্র সংসদের অবৈধ জি এস হয়ে তোলা তোলে, সিন্ডিকেট চালায়, ক্লাশ থেকে ছাত্রী তুলে এনে মনোরঞ্জনের নিদান দেয়। সেই সঙ্গে লোহার রড,হকি স্টিক,মদের বোতল সঙ্গে নিয়ে টেবিলে পা তুলে মস্তি করে।দেরীতে হলেও স্বস্তির যে কোলকাতা হাইকোর্ট সরকারকে ছাত্র সংসদ নির্বাচন কেন করছে না তা জানতে চেয়ে দু-হপ্তা সময় দেয়।কলকাতা হাইকোর্টের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ এই যে, যে সব বিশ্ববিদ্যালয় ওকলেজে স্থায়ী উপাচার্য ও অধ্যক্ষ রয়েছেন সেখানে ছাত্রভোট করতে অসুবিধা কোথায়।সেই সঙ্গে আরও একটি ওজনদার মন্তব্য করেছে হাইকোর্ট যে,পরিচালন সমিতিতে শিক্ষাবিদদের রাখার উদ্যোগ নিতে হবে রাজ্যকে।হাইকোর্টের নির্দেশের এই ক্রমপরিণতি রাজ্যের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে ঘটে চলা যাবতীয় অসংসদীয় ঘটনার ফলশ্রুতি।

বছর দুই আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দলীয় ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা করার সময় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলেন,'পুজোর পর আপনাদের ছাত্রসংসদ নির্বাচন হবে।শান্তিপূর্ণভাবে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে হবে।আমরা যেমন শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন করি আপনারাও তেমনভাবে করবেন।দ আবার গত বছরই আর জি কর আন্দোলনের সময় জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি মেনে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে, মার্চের(২০২৫) মধ্যে মেডিকেল কলেজ গুলিতে ভোট করিয়ে দেবেন ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ কথা বলেছেন কিনা জানা নেই, তবে বিগত ১৪ বছরে যে দুবার ছাত্রসংসদ নির্বাচন হয়েছে তাতে অশান্তির সাক্ষী থেকেছে ক্যাম্পাস। যদিও যাদবপুর বা প্রেসিডেন্সিতে দুবছর অন্তর যে নির্বাচন হয়েছে তাতে অশান্তির খবর নেই। 'ছাত্রানাং অধ্যয়ণং তপঃ' এই আপ্তবাক্যের উপর ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বাসী করে তোলার দিন গিয়াছে। বাস্তবতায় আমাদের ফিরে যেতেই হয় তা হল মৌলিক প্রশ্ন তোলার বয়সে রাষ্ট্র কাঠামোর দুর্বলতাগুলিকে চিহ্নিত করা যেমন তাদের দায়িত্ব তেমনই রাষ্ট্র পরিচালকের শিক্ষার অভিমুখের বিপদের দিকগুলিকে চিহ্নিত করতে সেমিনার,মিটিং মিছিল ইত্যাদির ব্যবস্থা করে ছাত্র সমাজকে সচেতন করাও তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।ছাত্ররা কেন সংসদ নির্বাচন চাইবে বা তারা কেন ছাত্র রাজনীতি করবে এ ধরণের প্রশ্ন তুলে পরিণত ছাত্রজীবনে স্থিতাবস্থার পক্ষে যাঁরা মত পোষণ করেন তাঁদের জেনে রাখা দরকার যে, ষাট সত্তরের ছাত্র আন্দোলনের যে অভিমুখ ছিল তারই পথ ধরে সমাজ বদলের পরম্পরা অব্যাহত থাকলেও আজকের রাজনীতি পরিচর্যার অভাবে দিকভ্রান্ত সন্দেহ নেই। ছাত্ররা স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিষ্ঠান বিরোধী ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সবকালেই। বিধানসভা, লোকসভা, কর্পোরেশন,সমবায়, লাইব্রেরী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গুলিতে যখন নিয়মিত ভোট হচ্ছে তখন কী কারণে বন্ধ করে রাখা হয়েছে কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন তা সকলের জানা গুপ্ত বিষয়! যদি লিংডো কমিশনের সুপারিশ মেনে এ নির্বাচন করতে হয় বা ২০১৭সালে সরকার নির্বাচনের যে বিধি সরকার তৈরি করেছে সেই বিধি মেনে তার ব্যবস্থাটা অন্তত করুক রাজ্য সরকার। সমস্ত দায় যখন ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার উপর ও বায়বীয় সামাজিক অবক্ষয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমরা দায় ঝেড়ে ফেলছি তখন তাদের এই অপকর্মগুলি করার সুযোগ যাঁরা তৈরি করে দিচ্ছেন নিজেদের আখের গোছাতে তাঁরাও কি কম অপরাধী!

বাঙালি এবং বাংলাদেশির কীভাবে চিহ্নিতকরণ হবে

সুবল সরদার

সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অর্থাৎ সিএএ পাশ হওয়ার পর বাংলায় উত্তপ্ত, অসহিষ্ণু আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল। কখনো 'ক্যা ক্যা - ছ্যা ছ্যা' শুনতে হয়েছিল, কখনও বা অসমের ডিটেনশন ক্যাম্প দেখানো হয়েছিল মুসলমানদেরকে। মুসলমানরা বিজেপির ভয়ে জুজু হয়ে একচেটিয়া তৃণমূলে ভোট দিয়েছিলো। আগামী ২৬ শে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আবহাওয়া এখন থেকে বেশ উত্তপ্ত হচ্ছে সেই একই ইস্যু নিয়ে। তবে এখানে একটু ভিন্ন সুর আছে। সেবারে ছিল শুধু মুসলিমরা, এবারে হিন্দু, মুসলিম দুই জাতি আছে। অন্যান্য রাজ্যে বিশেষ করে গুজরাট, অসম,বিহার, উড়িষ্যায় বাঙালিদেরকে নাকি ধরা হচ্ছে বাংলাদেশি ভেবে। তাদেরকে বাংলাদেশি ধরে নিয়ে চূড়ান্ত হেনস্থা করা হচ্ছে এমন প্রচার করছে তৃণমূল। বাংলা এবং বাংলাদেশের একই ভাষা বাংলা। সেক্ষেত্রে কে বাঙালি আর কে বাংলাদেশি চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে যায়। বাঙালি কারা? যারা বাংলায় বাস করে, বাংলায় কথা বলে তারা বাঙালি বলে আমরা জানি। কিন্তু যারা বাংলায় বাস করে না কিন্তু বাংলায় কথা বলে তারা কারা? আবার যারা বাংলায় বাস করে কিন্তু, বাংলায় কথা বলে না তারা? পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বাংলাদেশ বাংলায় কথা বলে। তাই বাঙালি এবং বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করতে সমস্যা হয় বইকি।

সিএএতে কি বলা হয়েছে যেসমস্ত হিন্দু নির্যাতনের কারণে আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে চলে আসছে ভারতে ,সরকার তাদেরকে এদেশে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দেবে কিন্তু অহিন্দু অর্থাৎ যারা মুসলিম প্রতিবেশী দেশ থেকে এদেশে আসছে তাদেরকে সেই দেশে ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ সহজ কথায় যারা আমাদের দেশের নাগরিক নয় এমন মুসলিমদেরকে বাংলাদেশে ফেরানো হবে, সে রোহিঙ্গা হতে পারে কিংবা বাংলাদেশি মুসলমানও হতে পারে। এ নিয়ে আমাদের দেশের নাগরিকদের ভয়ের কোন কারণ থাকতে পারে না। যে সমস্ত মুসলমানদের জন্মভূমি পশ্চিম বঙ্গে তারা কেন বাংলাদেশে যাবে? যে সমস্ত মুসলমানদের জন্মভূমি বাংলাদেশে, যারা মাতৃভূমি ত্যাগ করে এদেশে এসেছে সংশোধিত নতুন আইন অনুযায়ী তাদেরকে সেদেশে ফিরে যেতে হবে। অন্যান্য দেশের মতো আমাদেরও নাগরিকত্ব আইন আছে এবং সংশোধনীর পর সেই আইন এবার বেশি করে কার্যকরি করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কারণে রিলিজিয়ন স্টেট তৈরি হয়েছিল পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ। তারা মনে করে তাদের রিলিজিয়ন ডোমেইন ভালো থাকবে এমন ভাবনা থেকে ভারত থেকে পৃথক হয়। কি এমন কারণে সেই রিলিজিয়ন ডোমেইন থেকে ছুটে আসছে ভারতে? সেখানে কি সুখ মিলছে না? ধর্ম তাদের অন্ন দিতে পারছে না? কেউ তাদের সুখী ,সুন্দর জীবন দান করতে পারে না,আল্লাহ নয়,যতো দিন না তাদের বিবেক বুদ্ধি জাগ্ ত হচ্ছে। তাই নির্বাসিতা লেখিকা তসলিমা নাসরিন বলেছেন 'যতদিন ইসলাম থাকবে ততদিন সন্ত্রাস থাকবে'।

আমাদের রাজ্যের যতো মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ, বিধান চন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেন, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং বর্তমান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাই বাংলাদেশী এবং ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে মাতৃভূমি ছেড়ে এদেশে এসেছিলেন শরণার্থী হয়ে। নাগরিকত্ব আইন ছিল এবং সেই আইন বলে তাঁরা এদেশের নাগরিক হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁদের ইন্টেলিজেন্সি ফেল হয়েছিল বলে দেশ ভাগ হয়ে ছিল। তাঁদের ইন্টেলিজেন্সি ফেল হয়েছিল বলে সেদেশে তাঁদের স্থান হয় নি। তাঁদের ইন্টেলিজেন্সি ফেল হয়েছিল বলে দেশ থেকে তাড়া খেয়ে ভিটে মাটি ছেড়ে এদেশে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে বেঁচে ছিলেন।

বর্তমানে পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলেছেন রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিগত নির্বাচনে তিনি মুসলমানদের ডিটেনশন ক্যাম্প দেখিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার করেছিলেন। এবার তিনি বাঙালিদের খেপিয়ে তুলেছেন এ বঙ্গের বাঙালিরা নাকি ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে হেনস্থা হচ্ছে, ভাষা সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। মুসলমানরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে দুধের গাই হয়ে উঠেছে। হিন্দু বাঙালিরা কি সেই ফাঁদে পা দিয়ে চটি চাটা হয়ে উঠবে?

খুব স্বাভাবিক ভাবে বাঙালি আর বাংলাদেশের চিহ্নিত করতে সমস্যা হয়। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে প্রত্যেক নাগরিকেরও দায়িত্ব আছে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী অহিন্দুদের চিহ্নিত করা সহজ হয়। মনে রাখতে হবে আমরা প্রত্যেকে দেশের নাগরিক এবং পাহারাদার দুইই।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিক্ষোভ সভামঞ্চে বসে প্রকাশ্যে ধূমপান চিকিৎসক তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক', চিকিৎসকরা সবসময়ই এই কথা সাধারণ মানুষকে জানান। কিন্তু খোদ চিকিৎসকই যদি প্রকাশ্যে ধূমপান করেন, তা হলে সমাজের কাছে ঠিক কী বার্তা যেতে পারে! তার ওপর আবার সেই চিকিৎসক যদি শাসক দলের নেতা হন, তা হলে তো কথাই নেই! এমনই এক চিকিৎসক নেতার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই আলোড়ন পড়েছে এলাকায়।

সেই ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, প্রকাশ্য বিক্ষোভ সভামঞ্চে বসেই তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি সিগারেটে মুহুর্মুহু সুখটান দিচ্ছেন। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার দলের নেতা থেকে কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দিচ্ছেন, 'দলের শৃঙ্খলা রক্ষার। মানুষের পাশে থেকে কাজ করার।' পাশাপাশি তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের কর্মীদের উদ্দেশে বলছেন, 'দলের মধ্যে অনেকেই নিজেকে সর্বেসর্বা বলে মনে করছেন, এসব বরদাস্ত আর করা যাবে না।'

এবার এমনই এক তৃণমূল নেতার হদিশ মিলল পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত আঝাপুর এলাকায়! জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজে নিয়োজিত ঠিকাদার সংস্থার পক্ষ থেকে আচমকাই কর্মী ছাটাইয়ের প্রতিবাদে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে লাগাতার বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেই ছোট্ট মঞ্চ করে বক্তৃতা রাখছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। মঞ্চে বসে আছেন ব্লক

তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী। আর তারই পাশে বসে রয়েছেন প্রতাপ কুমার রক্ষিত। পকেট থেকে একের পর এক সিগারেট বের করে মঞ্চে বসেই ধোঁয়া উড়িয়ে টেনে চলেছেন বিন্দাস। তখন মঞ্চের সামনে নেতৃত্বের বক্তব্য শুনতে হাজির প্রচুর সংখ্যায় চাকরি হারানো শ্রমিকরা।

কিন্তু কে এই প্রতাপ কুমার রক্ষিত?

জানা গিয়েছে, তৃণমূলের জামালপুর ব্লকের আঝাপুর অঞ্চল সভাপতি এই প্রতাপ কুমার রক্ষিত। যিনি আবার পেশায় একজন চিকিৎসক। আর এহেন একজন শাসক দলের নেতা ও পেশায় চিকিৎসকের প্রকাশ্যে বসে সিগারেট খাওয়ার ভিডিয়ো ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। প্রকাশ্য মঞ্চে বসে তৃণমূল নেতার এইভাবে সিগারেট খাওয়ার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই নিন্দার ঝড় উঠেছে খোদ দলের অন্দরে।

তৃণমূলের জামালপুর ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'উনি কাজটা ঠিক করেননি। আমি দলের উচ্চ নেতৃত্বকে ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানিয়েছি।' পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক বলেন, 'বিষয়টা আমার জানা নেই, যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে, তা হলে ঠিক হয়নি। দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব ব্যবস্থা নেবে।' এই ঘটনা তৃণমূলের কাছে নতুন কিছু নয়। এটাই তৃণমূলের কালচার বলেও কটাক্ষ করেছেন বিজেপির জামালপুর ১-এর মণ্ডল সভাপতি প্রধানচন্দ্র বল।

দুষ্কৃতীদের হাতে জখম তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু খুনের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: দুষ্কৃতীদের হাতে জখম তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ঘটনায় বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার রাতে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসলপাতালে ওই তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম প্রতীক পাল (৪৩)। তাঁর বাড়ি রেজিনগর থানার উত্তর কলোনি এলাকায়। ঘটনায় অভিযোগ অস্বীকার করেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ২১ জুলাই সন্ধ্যায় স্থানীয় কয়েকজন বিজেপি কর্মী প্রতীককে একটি টোটো গাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। এরপরই তাঁর ওপর চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে রাস্তায় ফেলে রেখে পালায়। তাঁর মাথায় ও দেহের একাধিক জায়গায় আঘাত লাগে। তাঁকে উদ্ধার করে সেদিন রাতেই মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনায় ছ'জনের নামে রেজিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। রেজিনগর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পরিবার সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ঘটনার রেশ গত পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকেই। তখন থেকেই উত্তেজনা রয়েছে। মৃতের ভাই

পরিতোষ পাল বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতীক ও তার বাবা মা মারধর করেছিল সাগর বিশ্বাস-সহ কয়েকজন। সাগর বিশ্বাস সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগও দায়ের হয়। পুলিশ ভেরিফিকেশনে সাগর ঘোষের সরকারি চাকরি আটকে যাওয়ায় বিজেপি কর্মীরা অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দিয়েছিল। তার জেরেই এই ঘটনা।

দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক লাল্টু দাস বলেন, যাদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছে তারা আগে বিজেপি করত। বহুদিন আগে তারা তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কিংবা গ্রাম্য বিবাদ। এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। প্রবীণ তৃণমূল নেতা তথা দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অশোক দাস বলেন, 'বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি ফের খুন সন্ত্রাসের রাজনীতি শুরু করেছে। আমরা আইনের পথেই দোষিদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। বিজেপিকে খুনের রাজনীতি করতে দেব না।'

নবনির্মিত ব্রিজ উদ্বোধন ২৯ জুলাই, পরিদর্শন প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে আগামী ২৯ তারিখ। পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমের মধ্যে সড়কপথে আরও একটি স্থায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা হতে চলেছে আগামী ২৯ তারিখে।

কাঁকসার শিবপুর থেকে বীরভূমের জয়দেব কেন্দুলি পর্যন্ত যে স্থায়ী ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছিল। তার সূচনা করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৯ তারিখ বীরভূমের সভা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিজের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন বলে জানা গিয়েছে। উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, গলসির বিধায়ক নেপাল ঘরুই-সহ জেলা প্রশাসন। উদ্বোধনের পরেই দুই জেলার মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হবে ব্রিজ। বর্তমানে সেই ব্রিজ উদ্বোধনের আগে শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। উদ্বোধনের আগে শনিবার ব্রিজ পরিদর্শন করেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক, ছিলেন কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে, গলসির বিধায়ক নেপাল ঘরুই, এছাড়াও ছিলেন বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা-সহ কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য।

ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, দুই জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবিপূরণ হতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে কাঁকসার শিবপুর থেকে বীরভূমের জয়দেব কেন্দুলি যাওয়ার জন্য অস্থায়ী ভাবে একটি বালি মাটি দিয়ে তৈরি সেতু নির্মাণ করা হতো এবং সেই সেতু বর্ষার সময় অজয় নদের জলে ভেসে যেত। সেই অস্থায়ী সেতু ভেসে যাওয়ার ফলে দুই জেলার মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হত। যাতায়াত ব্যবস্থা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেত প্রায় এক মাসেরও বেশি সময়। যদিও নৌকো পরিষেবা চালু করা হলেও বড় গাড়ি এবং বাস পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ থাকত। দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর দাবি ছিল ওই জায়গায় একটি স্থায়ী ব্রিজ নির্মাণ হলে দুই জেলার মানুষ উপকৃত হবে। কারণ বর্ষার সময় অজয় নদের জলের তোড়ে অস্থায়ী সেতু ভেসে যাওয়ার ফলে দুই জেলার মানুষকে সমস্যার মধ্যে পড়তে হত। সেই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পেতেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন দুই জেলার মানুষ। অবশেষে ২ জেলার মানুষের আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্থায়ী ব্রিজ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। সেইমতো গত কয়েক বছর ধরে ব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু হলেও, কাঁকসার শিবপুরের দিকে জমিজটের কারণে থমকে গিয়েছিল কাজ। পরে প্রশাসনিক তৎপরতায় জমির মালিকদের সঙ্গে কথা বলে সেই জমিজট কাটিয়ে শুরু হয় কাজ। ব্রিজের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলেও সেটি উদ্বোধন করা হয়নি। কারণ এলাকার মানুষ ও দুই জেলার প্রশাসন চেয়েছিলেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়েই এই ব্রিজের উদ্বোধন হোক। সেইমতো ব্রিজ উদ্বোধন করার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে শনিবার ব্রিজ পরিদর্শন করে জেলা প্রশাসন। দুই জেলার মানুষ জানিয়েছেন, ব্রিজ উদ্বোধন হয়ে গেলে দুই জেলার মানুষ সমস্যার থেকে মুক্তি পাবে। বাড়বে দুই জেলার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য। এতদিন যে সমস্ত মানুষ কর্ম সূত্রে দুর্গাপুর শহরে যেতেন নানান বাধা অতিক্রম করে। ব্রিজ উদ্বোধন হয়ে গেলে আর কোন বাধা থাকবে না। ফলে অনায়াসেই দ্রুত দুর্গাপুরে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন। এছাড়াও যে সমস্ত কলেজ পড়ুয়ারা দুর্গাপুর শহরের বুকে বিভিন্ন কলেজে পড়াশোনা করতো। তারাও সময়ের মধ্যে নিজেদের কলেজে পৌঁছতে পারবে। এ ছাড়াও দুর্গাপুর শহরে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। ফলে উন্নত মানের চিকিৎসার জন্য বীরভূম মুর্শিদাবাদ বা মালদা থেকে যে সমস্ত মানুষ এতদিন ঘুরপথে দুর্গাপুরে পৌঁছতো তাদের ক্ষেত্রে অনেকটাই কম সময়ের ভেতরে দুর্গাপুরে পৌঁছনো সম্ভব হয়ে উঠবে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

ঝাড়গ্রামে লরি থেকে উদ্ধার নিষিদ্ধ সিরাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শনিবার দুপুরে ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী চিচিড়া নাকা পয়েন্টে কলকাতা-মুম্বই ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি লরিতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেছে জামবনি থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, কাশিপুর থেকে একটি লরি ওড়িশার সম্বলপুর যাচ্ছিল।

জামবনি থানার আইসি, ঝাড়গ্রামের এসডিপিও ও জামবনি ব্লকের সহকারী বিডিওর নেতৃত্বে লরিটিতে তল্লাশি চালানো হয়। কয়েকটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় নিষিদ্ধ কাপ সিরাপগুলি। ঘটনায় জামবনি থানার পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ প্রকৃতি শিবির বীরভূম জেলা স্কুলে

মিলন গোস্বামী ● সিউড়ি

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ প্রকৃতি শিবির অনুষ্ঠিত হল বীরভূম জেলা স্কুলে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রেরণা সিউড়ি বীরভূম ও সবুজের পরিবার এর যৌথ উদ্যোগে বীরভূম জেলা স্কুল থেকে শিক্ষক ছাত্র, পরিবেশপ্রেমী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন এর সদস্য দের নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। বীরভূম জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন সাহা এই শোভাযাত্রার সূচনা করেন। একটি গাছ অনেক প্রাণ তাই বৃক্ষরোপণ, প্লাস্টিক দূষণ রোধ করে পরিবেশকে বাঁচাতে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের আবেদন জানিয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে শোভাযাত্রায় ছাত্ররা এমনকি সাধারণ মানুষও।

শোভাযাত্রায় পুরোভাগে ছিলেন সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, সিউড়ি পুরসভার কাউন্সিলর দেবদাস সাহা, প্রেরণার কর্ণধার কথা সাংবাদিক মৃণালজিৎ গোস্বামী, সবুজের পরিবারের সম্পাদক দীপক কুমার দাস, অ্যাডমিন রফিকুল আলি প্রমুখ। এদিন স্কুল প্রাঙ্গণে অতিথিদের চারাগাছ রোপণ এবং ছাত্রদের হাতে চারাগাছ বিলির পাশাপাশি দত্ত অপটিক্সের সহযোগিতায় ছাত্রদের চক্ষুপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে প্রায় চারশো জন ছাত্রের চক্ষুপরীক্ষা করা হয়।

একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সবুজের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। বীরভূম জেলা স্কুলের অডিটোরিয়াম হলে এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, সিউড়ি থানার আই সঞ্চয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন সাহা, সহকারী প্রধান শিক্ষক মুজিবুর রহমান প্রমুখ। বটবৃক্ষে জল সিঞ্চন করে বৃক্ষরোপণের জন্য বার্তা দেওয়া হয়। এরপর বীরভূম জেলা স্কুল প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন বিশিষ্ট অতিথিরা। এরপর আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক ছাত্রদের হাতে বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়।

গ্রেপ্তার মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাংলাদেশি বাসিন্দা শাশুড়িকে মা বানিয়ে ভোট করেছিলেন বলে অভিযোগ, তিনি আবার ফিরেছেন বাংলাদেশে। এই ঘটনায় স্ত্রী শেরফুল মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করল বাগদা থানার পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানা এলাকার আসারু গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগি গ্রামে বাংলাদেশের বাসিন্দা রিজাউল মণ্ডল শাশুড়িকে মা বানিয়ে ভোট করেছিলেন। সাম্প্রতিক তিনি বাংলাদেশে চলে গিয়েছেন বলে দাবি করেছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং তিনি নিজেই দাবি করেছিলেন তাঁর স্বামী বাংলাদেশি তিনি প্রাথমিক ভাবে বুঝতে পারেননি পরবর্তীতে তাঁর মাকে মা বানিয়ে ভোট করেছিলেন এই দেশে। এবার বাংলাদেশি বাসিন্দাকে আশ্রয় দেওয়া ও ভারতীয় নথিপত্র বানাতে সহযোগিতা করার জন্য বাগদা থানার পুলিশ বিএনপি নেতা রিজাউলের স্ত্রী শেরফুল মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে শুক্রবার বিকেলে। ধৃত শেরফুল মণ্ডলকে শনিবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠাচ্ছে বাগদা থানার পুলিশ।

মিড ডে মিলের খাবারে শুঁয়োপোকা! প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মিড ডে মিলের খিচুড়ি ও সবজিতে শুঁয়োপোকা! আর এমন অস্বাস্থ্যকর খাওয়ার শিশু ও পড়ুয়াদের থালায় দিতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামের বাসিন্দারা। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের কলমপাড়া এলাকায়। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে সংশ্লিষ্ট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের এক কর্মী দীপ্তি ভট্টাচার্য এলাকা থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পরে ঘটনার খবর পেয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে আসেন সংশ্লিষ্ট এলাকার সুপারভাইজার রুমি মণ্ডল। কিন্তু তিনিও গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। পরে অবশ্য ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেয় স্থানীয় বাসিন্দারা।

কলমপাড়া এলাকার বিক্ষোভকারী গ্রামবাসী সিদ্ধার্থ মণ্ডল, প্রকাশ মণ্ডলদের অভিযোগ এদিন দুপুরে শিশু ও প্রসূতিদের মহিলাদের জন্য খিচুড়ি ও সবজি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কয়েকজন শিশু ও মহিলাদের পাতে খিচুড়ির মধ্যে মরা শুঁয়োপোকা উদ্ধার হয়। ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের একজন কর্মীর উদাসীনতার কারণেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ।

অবিলম্বে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে বরখাস্ত করার দাবি তুলেছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের সুপারভাইজার রুমি মণ্ডল বলেন, 'গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের কথা শুনে এদিন এই কেন্দ্রে আসি। কয়েকজনের খাওয়ারে মরা শুঁয়োপোকা দেখতে পেয়েছি। শুঁয়োপোকাটি একবারে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। রান্নার সময় এটি হয়তো কোনও ভাবে মিশে গিয়েছিল। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীর গাফিলতি কেন হল তার কৈফিয়ত অবশ্যই দিতে হবে। এব্যাপারে ব্লক প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।'

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের ধরমপুর এলাকার ঘটনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম দেবরাজ বর্মন (২০)। পেশায় তিনি একজন গাড়িচালক ছলেন। এদিন দুপুরে নিজের বাড়িতেই একটি ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি পরিবারের লোকেরা দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানান।

১৫ বছর পর মুক্ত মাওবাদী শোভা মুন্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায় মাওবাদী নাশকতার ঘটনায় যুক্ত সন্দেহে ধৃত চন্দনা সিং ওরফে শোভা মুন্ডা ওই মামলায় বেকসুর খালাস হয়ে বাড়ি ফিরলেন। দীর্ঘ ১৫ বছর পর মেদিনীপুর সংশোধনাগার থেকে তিনি মুক্তি পেলেন। তার নামে মোট আটটি মামলা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাকি আর সাতটি মামলা এখনও বিচারাধীন।

ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি থানা এলাকার মাজুগোড়া গ্রামের বাসিন্দা চন্দনা সিং ওরফে শোভা মুন্ডা। মাত্র ১২ বছর বয়সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে মাওবাদীদের সঙ্গে বিভিন্ন কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন। ২০০৯ সালে ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায় মাওবাদী নাশকতার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে চাকুলিয়া থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০১০ সালে তার যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা

করে আদালত। এছাড়াও ঝাড়গ্রামে বেশ কয়েকটি মামলায় অভিযুক্ত রয়েছে শোভা মুন্ডা। মেদিনীপুর সংশোধনাগার থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি তিনি। তবে ভবিষ্যতে তিনি কী ভাবে জীবন অতিবাহিত করবে, তা নিয়ে এখনই কিছু মন্তব্য করতে চায়নি। শোভা মুন্ডার মুক্তির সময় মানবাধিকার সংগঠনের সদস্যা জয়শ্রী সরকার-সহ সংগঠনের বেশ কিছু সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

জয়শ্রী সরকার জানান, ১৫ বছর সংশোধনাগারে থাকাকালীন ঘাটশিলার মাওবাদী নাশকতার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে যে মামলা চলছিল, তার বিচার ২০২২ সাল থেকে পেন্ডিং অবস্থায় পড়েছিল। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেই মামলা থেকে মুক্তি পায় শোভা মুন্ডা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাকে মেদিনীপুর সংশোধনাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
Tender are invalid through ofline Bid System under following. **1) NIT NO:- 06/BANNYESWAR GP/CFC/2025-26, DATE:- 22.07.2025.** The last date for submission of all tender is **29.07.2025 up to 04:00 PM.** For details please visit web as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ -এ [রুল ৮(৬) এর বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর বন্দো বস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতিকী দখল** নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জি.এল.টি. রোড শাখা, (সুরক্ষিত ঋণদাতা) -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**সেখানে যা আছে**", এবং "**সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে**", আগামী **১৭.০৯.২০২৫ তারিখে ৮,৮৪,২২৬.০০ টাকা** (আট লক্ষ চুরাশি হাজার দুই শত ছাব্বিশ টাকা মাত্র) ১০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি **১১.০৭.২০২৫ তারিখ** থেকে কার্যকর সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জি.এল.টি. রোড শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা) এর পাওনা আছে শ্রীমতি রিতা দাস (ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী),** স্বামী- প্রয়াত রঞ্জিত দাস, শ্রী অভিজিৎ দাস **(ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা- প্রয়াত রঞ্জিত দাস এবং শ্রী তুষার দাস (ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী), পিতা- প্রয়াত রঞ্জিত দাস, সকলের ঠিকানা- ৬৯, মল্লিক কলোনি, বরানগর, কলকাতা- ৭০০ ০৩৫, বর্তমান ঠিকানা- ১৮৬/৪, জি. এল. টি. রোড, পোস্ট - আলমবাজার, থানা- বরানগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০৩৫। এছাড়াও ঠিকানা- ৬/১/২, এন. কে. চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা - ৭০০ ০৩৫। **এছাড়াও ঠিকানা:** ৬/১/২, এন. কে. চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা- ৭০০ ০৩৫- এর থেকে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র.নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতাদের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বর্ধিত পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. শ্রীমতি রীতা দাস (ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী),** স্বামী- প্রয়াত রঞ্জিত দাস। ঠিকানা-৬৯, মল্লিক কলোনি, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৫। **বর্তমান ঠিকানা :** ১৮৬/৪, জি. এল. টি. রোড, পোস্ট - আলমবাজার, থানা - বরানগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০৩৫। এছাড়াও- ৬/১/২, এন. কে. চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা - ৭০০ ০৩৫। **২. শ্রী অভিজিৎ দাস (ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা-প্রয়াত রঞ্জিত দাস। ঠিকানা-৬৯, মল্লিক কলোনি, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৫। **বর্তমান ঠিকানা :** ১৮৬/৪, জি. এল. টি. রোড, পোস্ট - আলমবাজার, থানা - বরানগর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০৩৫। এছাড়াও- ৬/১/২, এন. কে. চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা - ৭০০ ০৩৫। ৩. শ্রী তুষার দাস (ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী), পিতা-প্রয়াত রঞ্জিত দাস। ঠিকানা-৬৯, মল্লিক কলোনি, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৫। **বর্তমান ঠিকানা :** ১৮৬/৪, জি. এল. টি. রোড, পোস্ট - আলমবাজার, থানা - বরানগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০৩৫। এছাড়াও- ৬/১/২, এন. কে. চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা - ৭০০ ০৩৫। **খ) জি. এল. টি. রোড ব্রাঞ্চ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট দক্ষিণ দিকে ৪র্থতলে, ১৮৬/৪, জি এল টি রোড, পরিমাণ আনুমানিক ৫৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট এবং ব্যালকনি, জি-৩ তলা বসবাসের ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পদের যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ২ কাটা মৌজা : বনহুগলি, পুরানো দাগ নং ২১২২, ২১২৩, ২১২৪, আরএস দাগ নং ২১২৪/২২৭২, খতিয়ান নং ৩৩৩, তৌজি নং ৩০২৭, প্রেমিসেস নং ১৮৬/৪ ওয়ার্ড নং ১২, জি এল টি রোড,থানা : বরানগর, পো : আলমবাজার, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৩৫। চৌহদ্দি : উত্তরে : ২২ ফুট চওড়া পুরসড়ক, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ১৮৬/৬, জি এল টি রোড, পূর্বে : ১৮৬/৪/১ জি এল টি রোড, পশ্চিমে : ২২ ফুট চওড়া পুর সড়ক। **সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০১৮৭৬৪৩৩১ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০১৮৮০৬১৮৫।**	**৮,৮৪,২২৬.০০ টাকা** (আট লক্ষ চুরাশি হাজার দুই শত ছাব্বিশ টাকা মাত্র) **১০.০৭.২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি ১১.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর সুদ, খরচ এবং চার্জ যুক্ত হবে।	**ক) ১৫,৮৪,০০০.০০ টাকা (*)** (পনেরো লক্ষ চুরাশি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৫৮,৪০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ আটান্ন হাজার চারশো টাকা মাত্র) ই-নিলামের তারিখ ও সময়ের মধ্যে পোর্টালে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50425929890A** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

যোগাযোগের বিবরণ: ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

পরিদর্শনের তারিখ: ০১.০৯.২০২৫ থেকে ১৬.০৯.২০২৫, সময়: সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৭.০৯.২০২৫, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম , (১) https:// www.baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - support.BAANKNET@psballiance.com এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://baanknet.com**
এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) - এর ও প্রতি

তারিখ: ১১.০৭.২০২৫/ স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

তোলার টাকা না-দেওয়ায় কর্মীকে হুমকি তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের ! মৃত্যু বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাড়ি করতে গেলে দিতে হবে তোলা! ব্যান্ডেলে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে উঠল অভিযোগ। তোলার টাকা না-দেওয়ায় তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বৃদ্ধের মৃত্যু। অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি তৃণমূল সদস্যের।

বাড়ি তৈরির জন্য ১ লক্ষ টাকা 'তোলা' চান স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও তৃণমূল নেতা দীনেশ যাদব। এমনই অভিযোগ ব্যান্ডেলের বাসিন্দা মহম্মদ ফকিরের পরিবারের। টাকা দিতে অস্বীকার করায় গত ১২ জুলাই সন্ধ্যায় দীনেশ তাঁর দলবল নিয়ে তৃণমূলকর্মী মহম্মদ ফকিরের বাড়িতে চড়াও হন বলে পরিবারের দাবি। ঘটনার পর হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চুঁচুড়ার ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন বছর ষাটের ফকির। ফকিরের ছেলে মহম্মদ আমানের অভিযোগ, এরপরেও তাঁদের বাড়িতে গিয়ে হুমকি দেন দীনেশ। এমনকী বৃহস্পতিবার রাতে নির্মীয়মান বাড়ির একাংশ ভেঙেও দেওয়া হয়। শুক্রবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় মহম্মদ ফকিরের।

আমানের দাবি, তোলার টাকা দিতে না-পারাতেই বাবার এভাবে মৃত্যু হল। তিনি বলেন, 'আমি চাই দীনেশকে দল থেকে বহিষ্কার করা হোক। পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নিক।' তবে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা দীনেশ যাদব তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর দাবি, '১ লক্ষ কেন, এক টাকা চেয়েছি, কেউ প্রমাণ করতে পারবে না।' আমন যে তাঁকে ভোটে জেতাতে সাহায্য করেছিলেন, সেটা স্বীকার করে বলেন, প্রতিবেশী এক শিক্ষিকার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে আমান।

বৃদ্ধের মৃত্যুর খবর পেয়ে ব্যান্ডেলে গিয়েছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূল নেতা নির্মাল্য চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'আমি নিজে দেখিনি কী হয়েছিল। তবে আইন সবার জন্য সমান।' স্থানীয় বিজেপি নেতা দেবব্রত বিশ্বাস বলেন, 'পরিবার যা অভিযোগ করছে, সেটা দেখা উচিত পুলিশ প্রশাসনের।' যদিও বৃদ্ধের মৃত্যুর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি থানায়।

পুকুরে মাছ ধরা নিয়ে মালিক-ব্যবসায়ীর সংঘর্ষে গুরুতর আহত গর্ভবতী মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পুকুর থেকে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে পুকুর মালিকের সাথে মাছ চাষির সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায় কাঁকসায়। দু'পক্ষের সংঘর্ষে আহত এক গর্ভবতী মহিলা সহ মোট তিন জন।

জানা গিয়েছে, পানাগড় বাজারে কেনেলপার সংলগ্ন এলাকায় শুক্রবার পুকুরের মালিক তার পুকুরে ছিপ দিয়ে মাছ ধরছিলেন। সেই সময় মাছ চাষি মানিক মেটে পুকুর মালিক কে পুকুর থেকে কান ধরে পাড়ে তুলে নিয়ে আসে। শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে বচসা। এরপরই দুইজনের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি। সাময়িক ভাবে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেলেও, শনিবার সকাল থেকে ফের উত্তেজনা দেখা দেয়। এদিন প্রয়াগপুরের বাসিন্দা মাছ চাষি মানিক মেটের লোকজন গিয়ে পুকুর মালিকের বাড়ি চড়াও হন। বাড়ির ভেতর ঢুকে পুকুর মালিক সুমন দত্ত ও মিঠু দত্তকে মারধর করা হয় ও বাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁদের আটকাতে গেলে সুমন ও মিঠুর বোন লদী বিশ্বাসকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

সুমন ও মিঠু দত্তর বোন লদী বিশ্বাস গর্ভবতী ছিলেন। লদী বিশ্বাসের পেটে মানিক মেটের লোকজন লাথি মারে বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন লদী দেবী। তাঁর যৌনাঙ্গ দিয়ে প্রবল রক্তক্ষরণ হতে থাকে। তড়িঘড়ি তাঁকে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলে সেখানে চিকিৎসকরা মৃত শিশু প্রসব করান।

অন্যদিকে সুমন ও মিঠুকে তুলে নিয়ে গিয়ে কাঁকসার প্রয়াগপুরে একটি ক্লাবে ঢুকিয়ে মারধর করার অভিযোগ ওঠে মাছ চাষি মানিক মেটের লোকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনার খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আক্রান্ত সুমন ও মিঠুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর এই ঘটনায় উভয়পক্ষের মোট ৪ জনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা ডাক্তার বিসি রায় মেডিসিন ব্যাঙ্ক ও বাঘাযতীন ক্লাবের উদ্যোগে বন্ধুমহল ক্লাবে ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা উপস্থিত পুর চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ও উত্তরপাড়া পুরসভা সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ। ছবি: বনস্পতি দে

নাবালিকাকে ধর্ষণে গ্রেপ্তার মূল পান্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে অন্ডালের তিন জনের বিরুদ্ধে। ঘটনায় তিন জনের মধ্যে গ্রেপ্তার দু'জনের মধ্যে একজন নাবালক, অন্যজন গা ঢাকা দেয়। ধৃতদের মধ্যে একজনের বাড়ি অন্ডালের ১৪ নম্বর ডাঙাল এবং অন্যজনের বাড়ি অন্ডাল ১২ নম্বরে।

নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগ ,বেশ কিছুদিন আগে তার মেয়েকে ভুল বুঝিয়ে এই দু'জন* রেলের এক পরিত্যক্ত আবাসনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে এবং*ভিডিয়ো বানানো হয়।*চলতি মাসের ১৩ তারিখ তার মেয়ের মোবাইলে সেই ভিডিয়ো পাঠিয়ে তাদের কাছে আসার কথা বলা হয়। তাড়াতাড়ি*না-এলে ভডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করার হুমকি দেওয়া হয়। অভিযুক্ত দু'জনের বিরুদ্ধে অন্ডাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় নাবালিকার পরিবারের তরফে। চলতি মাসের ১৬ তারিখ ঘটনার ঘটনায় গ্রেপ্তার দু'জনের একজনকে আদালতে তোলা হয়, অন্যজন নাবালক হওয়ায় তাকে পাঠানো হয়েছে হোমে। এই ঘটনার মূল পান্ডা যে গা ঢাকা দিয়েছিল পুলিশ তার তদন্ত শুরু করে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অন্ডাল থানার পুলিশ ২৫ জুলাই রাত্রিবেলা অন্ডালের ১২ নম্বর এলাকা থেকে ঘটনার মূল পান্ডা কামরান আকমল আলমকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার ধৃতকে দুর্গাপুর আদালতে তোলা হয়। পুলিশের তৎপরতাই ঘটনায় দোষী তিন জনই গ্রেপ্তার হওয়ায় খুশি অভিযোগকারীর পরিবার ও স্থানীয়রা।

ইসিএল আবাসনের ছাদের চাঙড় ভেঙে অল্পের জন্য রক্ষা বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: বিগত কয়েকদিন ধরেই খনি অঞ্চল তথা রাজ্যজুড়ে চলছে প্রবল বৃষ্টিপাত। বৃষ্টি হলেই ইসিএলের খনি এলাকায় ধসের ঘটনা সামনে আসে। এবারে ধস নয়, একেবারে ছাদের চাঙর হঠাৎ ভেঙে পড়ল, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন আবাসনের আবাসিকরা। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের ইসিএলের ঝাঁজরা এরিয়ার ৩/৪ খনিতে।

শনিবার বেলা এগারোটা নাগাদ হঠাৎ ইসিএলের ঝাজরা এরিয়ার ৩/৪ আবাসনের ছাদের এক অংশ হঠাৎ ভেঙে পড়ে সশব্দে। হঠাৎ বিকট আওয়াজ হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আবাসনের আবাসিকরা। যদিও এই ঘটনায় কোন হতাহত নেই তবে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো বলে আবাসনের আবাসিকরা মনে করছেন। ইসিএল কর্মী তথা ৩/৪ আবাসনের আবাসিক গৌতম বাদ্যকরের অভিযোগ, দীর্ঘদিন তাদের এই আবাসনে হয়নি কোনও মেরামত, প্রচণ্ড বৃষ্টির কারণে ছাদ চুঁয়ে পড়ছে জল। প্রায় সময়ই হচ্ছে লোডশেডিং, আবাসনে সময় মত আসে না পানীয় জল। বারবার এই নিয়েই ইসিএলের কর্তা ব্যক্তিদের জানানো হয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না।

তিনি বলেন, 'যখন অফিসার্স কোয়ার্টার এলাকায় লোডশেডিং হয়, সঙ্গে সঙ্গে কারেন্ট চলে আসে সেখানে পানীয় জলের নেই অভাব অথচ আমরা যারা সাধারণ ইসিএল কর্মী তাদের কেন এত সমস্যা হবে? তিনি প্রশ্ন তোলেন আমরা কি ইসিএল কর্মী নই? তা হলে ইসিএল এর সুযোগ-সুবিধা আমরা কেন ভোগ করতে পারব না। এই আবাসনের আবাসিকদের দাবি শীঘ্রই এই আবাসনটি মেরামত হোক পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হোক।' যদিও এই বিষয়ে ইসিএলের কোন আধিকারিকের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরাপত্তা ও অব্যবস্থার অভিযোগে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা যে সমস্ত হস্টেলগুলি রয়েছে তার নিরাপত্তা ও অব্যবস্থা থাকার অভিযোগ তুলে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজবাটি ক্যাম্পাসে রেজিস্টারের অফিসের গেটের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রছাত্রীরা। নিরাপত্তা রক্ষীদের বেড়াজাল টপকে তালা ভেঙে ঢুকতে হয় ছাত্রছাত্রীদের।

ছাত্রছাত্রীদের দাবি, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী রাখতে হবে। তাঁরা যাতে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার ও আচরণ করেন। হস্টেল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে। হস্টেলের যে সমস্ত শৌচালয়ের কাজ চলছে, তা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। হস্টেলে পানীয় জল ও ইলেকট্রিক সংক্রান্ত বিষয়গুলিও নজর রাখতে হবে। যতক্ষণ না-পর্যন্ত তাদের এই দাবি মানা হবে, তারা এই আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়।

বজ্রাঘাতে মৃতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: বজ্রাঘাতে মৃত ইন্দাসের আমরুল গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজিতপুর গ্রামের বাসিন্দা ইসমাইল মণ্ডলের পরিবারের সদস্যদের হাতে সরকারি নিয়মানুযায়ী আর্থিক সাহায্য তুলে দিল প্রশাসন। শুক্রবার মৃতের বাড়িতে গিয়ে ইন্দাসের বিডিও সুরেন্দ্রনাথ পতি ওই আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিত, ইন্দাস থানার ওসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী শেখ হামিদ-সহ অন্যান্যরা।

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া জেলায় বজ্রপাতে মোট ন'জনের মৃত্যু হয়েছিল। তাদের মধ্যে এক জন ইন্দাসের বাজিতপুর গ্রামের বাসিন্দা, পেশায় কৃষক বছর ষাটের ইসমাইল মণ্ডল। ওই দিন তিনি যখন স্থানীয় বাঙ্গালচক মাঠে চাষের কাজ করছিলেন তখন বজ্রস্পৃষ্ট হন। পরে ওই ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। ইন্দাসের বিডিও সুরেন্দ্রনাথ পতি এবিষয়ে বলেন, বজ্রপাতে কারও মৃত্যু হলে মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে এককালীন দু'লক্ষ টাকা দেওয়ার সরকারি বিধান রয়েছে। ইন্দাস ব্লকের ইসমাইল মণ্ডলের বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে। জেলাশাসকের নির্দেশে ওই পরিবারটির সদস্যদের হাতে দু'লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হল বলে তিনি জানান।

একা থেকে এক হওয়ার মঞ্চের নামই স্বয়ংসিদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: জেলাপুলিশের কর্মসূচি স্বয়ংসিদ্ধা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সচেতন করে তুলতে তৎপর মহিলা থানা।

শনিবার পূর্ব বর্ধমান ইছালাবাদ বিবেকানন্দ গার্লস হাই স্কুলে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের মহিলা থানার উদ্যোগে এবং বর্ধমান সহযোদ্ধার ব্যবস্থাপনায় জেলা পুলিশেরদস্বয়ংসিদ্ধা তকর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। মহিলা থানার এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারী কবিতা দাস, পুলিশ অফিসার রিয়া পাল, ইছালাবাদ বিবেকানন্দ গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ভাস্বতী লাহিড়ী , এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন। সহযোদ্ধার প্রতিনিধি-সহ বিদ্যালয়ের ছাত্রী, অভিভাবিকা এবং শিক্ষিকারা।

এদিনের এই কর্মসূচিতে মহিলা থানার আইসি কবিতা দাস জানান, স্বয়ংসিদ্ধা মানে হচ্ছে একা থেকে এক হওয়ার এক মঞ্চ। তিনি জানান, কী ভাবে একটি শিশুদিনের পর দিন নির্যাতনের শিকার হয় কখনও কখনও বাইরের থেকে আবার কখনও তার নিজের বাড়ির থেকেও সে বিষয়ে তার পরিবারকে কী ভাবে সচেতন হতে হবে, বিশেষ করে তার মা কী ভাবে তাকে রক্ষা করবে, অথবা মেয়েরা কী ভাবে নিজেদের কে রক্ষা করবে সেই বিষয়ে তিনি বলেন।

এছাড়াও তিনি পকসো আইনের বিষয়টি বোঝান। এদিনের এই কর্মসূচিতে কী ভাবে একটি ফোনের মাধ্যমে নিজেদের ছবি এবং তথ্য আদান-প্রদানের ফলে মেয়েদের বিপদে পড়তে হয়। কবিতাদেবী বলেন, ১৮ বছর বয়সের আগে কোন পরিবার থেকেই তার মেয়েদের বিয়ে দেওয়া উচিত নয় বা তিনি ছাত্রীদেরও বোঝান বিয়ে ১৮ বছরের আগে হওয়া মানে প্রথমত আইনত দণ্ডনীয় দ্বিতীয়তঃ শারীরিক এবং মানসিকভাবে সে ভেঙে পড়ে কখনও কখনও মৃত্যুও হয়।

এছাড়াও তিনি ঘটে চলা বিভিন্ন অপরাধ সম্পর্কে ছাত্রীদের সচেতন করেন। আজকে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ছাড়াও তাদের অভিভাবিকাদের জানান কবিতাদেবী তাদের সন্তানকে ঠিকমতো মানুষ করার জন্য অনেক সচেতন হতে হবে। এদিনের এই কর্মসূচির শেষে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধের কথা তিনি শোনেন এবং সমাধানের আশ্বাস দেন। লেডি পুলিশ অফিসার রিয়া পাল ফোনের ব্যবহার নিয়ে অভিভাবিকা এবং ছাত্রীদের সচেতন করেন।

তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে দণ্ডি কেটে রওনা রানিগঞ্জের যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: ধর্ম আর দেশপ্রেমের মিলন ঘটিয়ে হিন্দু ধর্মের বার্তা ছড়িয়ে দিতে অভিনব যাত্রা পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জের বক্তারনগরের যুবক সৌরভ পালের। 'ভোলে বোম' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে তিনি দণ্ডি কেটে রওনা দিচ্ছেন হুগলির তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে। শ্রাবণ মাস মানেই তারকেশ্বরে উপচে পড়া ভক্তের ভিড়। ভোলেনাথের টানে দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন তাঁর দর্শনে। কিন্তু সৌরভ পালের যাত্রা শুধুই এক ভক্তের ভ্রমণ নয়, এক নবজাগরণের প্রচেষ্টা। বৃহস্পতিবার সকালে নিজের যাত্রা শুরু করেন সৌরভ। সঙ্গে ছিলেন আরও দুজন সঙ্গী, যাঁরা তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছেন। ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দণ্ডি কেটে কেটে শুক্রবার সন্ধ্যায় পৌঁছন দুর্গাপুরের দুবচুরুরিয়া এলাকায়।

তারাশঙ্কর তর্পণ

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ১২৮তম জন্মদিনকে সামনে রেখে তারাশঙ্কর তর্পণে এগিয়ে এলেন তারাশঙ্কর স্মৃতি সাহিত্য সমাজ। শনিবার সিউড়ি লিজ ক্লাবে স্মারক বক্তৃতা সহ কথায়-গানে পাঠ্য অভিনয়ে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়কে স্মরণ করলেন তাঁরা।

শিবভক্তদের জন্য শুশুনিয়া থেকে ছাতনা স্ট্রিট লাইট পঞ্চায়েত সমিতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শ্রাবণ মাসজুড়ে হাজার হাজার শিবভক্ত শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশ থেকে জল সংগ্রহ করছেন। দিনেরবেলার পাশাপাশি রাত্রিবেলাতেও পায়ে হেঁটে পথ পাড়ি দিচ্ছেন ভক্তরা। তাই শিব ভক্তদের সুবিধার কথা ভেবে শুশুনিয়া থেকে ছাতনা পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ কিলোমিটার রাস্তা ইলেকট্রিকের আলোয় মুড়ে ফেলল ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতি। এর ফলে রাতে শিবভক্তদের যাতায়াতে কোনও রকম অসুবিধা হবে না বলে জানান ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বঙ্কিম মিশ্র।

এদিন তিনি রাস্তায় লাইট লাগানোর কাজ নিজে উপস্থিত থেকে তদারকি করেন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির এহেন উদ্যোগে খুশি শুশুনিয়া পাহাড়ে জল নিতে আসা ভক্ত থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষজন। বঙ্কিমবাবু জানান, 'বর্তমানে অস্থায়ীভাবে ভক্তদের কথা ভেবে লাইট লাগানোর কাজ শুরু করেছি, পরবর্তীতে আমরা পার্মানেন্ট স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা করব।'

কারগিল বিজয় দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একমাত্র পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার কোয়ালডাঙায় অবস্থিত কারগিল যুদ্ধে শহিদদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে কারগিল বিজয় দিবস পালন করা হয়। ৭৪ দিনের লড়াই শেষে ১৯৯৯ সালের ২৬ জুলাই শত্রুপক্ষকে হারিয়ে বিজয় পেয়েছিল ভারতীয় সেনা। ভারতবর্ষের মধ্যে তিন জায়গায় রয়েছে কারগিল স্মৃতিসৌধ। এই বিশেষ দিনে সেই সমস্ত জায়গার পাশাপাশি কালনা স্থিত কারগিল সৃতিসৌধের সামনেও একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পরবর্তী সময় অঙ্কন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় দিনভর। উদ্যোক্তাদের তরফে প্রধান উদ্যোক্তা তথা কারগিল ফাইটার সাব মেজর নরেশ চন্দ্র দাস বলেন, কারগিল যুদ্ধে ৫২৭ জন শহিদ হয়েছিলেন। ১৯৯৯ সালের ২ মে শুরু হয়েছিল কারগিল যুদ্ধ। শেষ হয় ২৬ জুলাই দিনটিকে স্মরণ করে এই বিজয় উৎসবের আয়োজন হয়ে আসছে।

আচার্য রমারঞ্জন স্মারক বক্তৃতা

আচার্য রমারঞ্জন স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হল সিউড়ি সবুজের অভিযানের বর্ণপরিচয় সভাকক্ষে এই অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী সমাজতত্ত্ববিদ প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী কিরন্ময় নন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্ষেত্র অনুসন্ধানী গবেষক ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক তথা আচার্য রমারঞ্জন স্মারক বক্তৃতা কমিটির সম্পাদক শুভদীপ মুখোপাধ্যায় এবং কবি প্রাবন্ধিক নিতাই প্রসাদ ঘোষ শহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ।

সরকারি রাখির বরাতে ভালো উপার্জনের আশা শিল্পীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: হাতে সময় খুব কম। ৯ অগস্ট রাখিবন্ধন উৎসব। নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই শিল্পীদের। গত এক সপ্তাহ ধরে দিনরাত এক করে কাজ করছেন কালনার রাখিশিল্পীরা। এবার এই বিশেষ দিন উপলক্ষে রাজ্য সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তর ৬ লক্ষ ৬০ হাজার রাখি নেবে বলে জানিয়েছে। পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে তৈরি এই রাখি ২ অগস্টের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে বিভিন্ন জেলায়। গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকারের থেকে ধারাবাহিক ভাবে রাখি তৈরির বরাত মিললেও, এবার রেকর্ড সংখ্যক রাখি নেওয়া হবে। ফলে ভালো উপার্জনের আশায় কালনার রাখি শিল্পীরা।

এক শিল্পী জানিয়েছেন, অন্যান্য রাখির তুলনায় এই রাখির মজুরি বেশি। আর তাই সারা বছর এই রাখির অপেক্ষা করে থাকেন। দিনরাত এক করে এই মুহূর্তে কাজ চলছে। কালনার বহু মানুষ দীর্ঘদিন ধরে রাখি তৈরির সঙ্গে যুক্ত। ২০১৬ সালে গড়ে ওঠে কালনা উইভার্স আর্টিজেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে রাখির ক্লাস্টার। তার পর থেকেই ওই সোসাইটি রাজ্য সরকারের থেকে রাখি তৈরির বরাত পাচ্ছে। কপাল খুলেছে এলাকার রাখি শিল্পীদেরও। এবার রেকর্ড সংখ্যক রাখি তৈরির বরাত মেলায় খুশি সংস্থার সম্পাদক তপন মোদকও।

বিহারে অসুস্থ পরীক্ষার্থীকে অ্যাম্বুল্যান্সেই গণধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাটনা, ২৬ জুলাই: চলন্ত অ্যাম্বুল্যান্সে এক তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ। শনিবার ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল বিহারে। পুলিশ ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের এক জন গয়া জেলার বাসিন্দা। দ্বিতীয় জন নালন্দা জেলার বাসিন্দা।

গয়া পুলিশের সিনিয়র সুপার জানিয়েছেন, তদন্তের পরে চার্জশিট জমা দেওয়া হবে। দ্রুত বিচারের আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার ঘটলেও পুলিশ তা প্রকাশ্যে এনেছে শনিবার। এই ঘটনার পরই ভোটমুখী বিহারে নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিহারে বৌদ্ধ গয়ায় হোমগার্ড নিয়োগ পরীক্ষার সময়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন এক তরুণী। অভিযোগ, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুল্যান্সে তাঁকে গণধর্ষণ করা হয়। ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অ্যাম্বুল্যান্সের চালক এবং প্রযুক্তিকর্মীকে। এই ঘটনায় ভোটমুখী বিহারের নীতীশ কুমার সরকারকে একহাত নিয়েছে বিরোধী রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৪ জুলাই বৌদ্ধ গয়ায় হোমগার্ড নিয়োগের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষায় দৌড়োনোর পর্বে জ্ঞান হারান এক প্রার্থী। পরীক্ষাস্থলেই ছিল অ্যাম্বুল্যান্স। ওই প্রার্থীকে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দেয় অ্যাম্বুল্যান্সটি। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'মহিলা অভিযোগ করেছেন, হাসপাতালের পথে তাঁকে যৌন হেনস্থা করেছেন অ্যাম্বুল্যান্সের চালক এবং সহকারী।' অভিযোগ পেয়ে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছেন গয়া পুলিশের সিনিয়র সুপার। সিটের নেতৃত্বে রয়েছেন গয়া পুলিশে সাব-ডিভিশনার পুলিশ অফিসার। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ফরেন্সিক বিভাগকে।

এই ঘটনায় সরব বিরোধীরা। আরজেডি নেতা, তথা লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বী যাদব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ট্যাগ করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট দেন। তিনি লেখেন, 'প্রিয় ভাই এবং শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী, বিহারে কি এটাকে আপনারা রাক্ষসের শাসন বলবেন? অপরাধীদের দ্বারা শাসিত উচ্ছন্নে যাওয়া রাজ্য বলবেন? নাকি আইনের শাসনহীন রাজ্য? নাকি মোদী-নীতীশের কুশাসন বলবেন?' তিনি এ-ও অভিযোগ করেছেন যে, বিহারে প্রায় প্রতিদিন মহিলাদের সম্মান নষ্ট হচ্ছে। ধর্ষণ, হেনস্থা হচ্ছে। এই নিয়ে কোনও কথা না বলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নীতীশকেও কটাক্ষ করেছেন তিনি।

মধ্যপ্রদেশে আত্মঘাতী একই পরিবারের চার

ভোপাল, ২৬ জুলাই: মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলায় কীটনাশক সালফাস ট্যাবলেট খেয়ে আত্মঘাতী হলেন একই পরিবারের চার সদস্য। শনিবার ভোরে মনোহরের প্রতিবেশীরা বমি করার শব্দ পান। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্স আনা হয়। বাড়িতেই মৃত্যু হয় ফুলরানি এবং অঙ্কিতের। হাসপাতালে চিকিৎসা চলার সময় মৃত্যু হয় শিবানীর। আর এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরের সময় অ্যাম্বুল্যান্সেই মারা যান মনোহর।

মৃতেরা হলেন মনোহর লোধী (৪৫), তাঁর বৃদ্ধা মা ফুলরানি লোধী (৭০), দুই সন্তান শিবানী (১৮) এবং অঙ্কিত (১৬)।

মধ্যপ্রদেশের খুরাইয়ের সিভিল হাসপাতালের চিকিৎসক জানান, চার জনই সালফাস ট্যাবলেট খেয়েছিলেন। চার জনকেই ওই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি দু'জনকে সাগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার আগেই মৃত্যু হয় তাঁদের। খুরাই থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক যোগেন্দ্রসিং ডাঙ্গি জানিয়েছেন, কী কারণে চার জন আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সাগরের জেলাসদর থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে তেহর গ্রামে থাকতেন মনোহরেরা। তাঁরা কী কারণে সপরিবারে আত্মঘাতী হলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মনোহরের স্ত্রী কয়েক দিন আগেই বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। পারিবারিক বিবাদ না অন্য কোনও কারণে চার জন আত্মঘাতী হলেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ইরানের আদালতে ভয়ংকর জঙ্গি হামলায় নিহত ৮, আহত ১৩

তেহরান, ২৬ জুলাই: ইরানের আদালতে ভয়ংকর জঙ্গি হামলা। বিচারপতির ঘরে ঢুকে গুলিবৃষ্টি! এই ঘটনায় নিহত হয়েছেন অন্তত ৮ জন। এদের মধ্যে ৩ জন হামলাকারী জঙ্গি বলে জানা গিয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ১৩ জন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলি জানাচ্ছে, সিসতান বালুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী জাহেদানে এই জঙ্গি হামলা হয়েছে। হামলা চালিয়েছে সুন্নি জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ আল-আদল। ইতিমধ্যে হামলা চালানোর

কথা স্বীকার করেছে ওই গোষ্ঠী। একটি সূত্রের খবর, মানববোমা হামলা হয়েছে জাহেদানের ওই আদালতে। পাশাপাশি গুলির শব্দও পেয়েছেন আশপাশের অঞ্চলের মানুষেরা। জঙ্গি হামলার প্রত্যক্ষদর্শী বালুচ অধিকার রক্ষা গোষ্ঠী হালভস জানিয়েছে, জঙ্গিরা বিচারকদের চেম্বারে হামলা চালালে একাধিক বিচার বিভাগীয় আধিকারিক এবং নিরাপত্তা কর্মীরা নিহত এবং আহত হন। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ।

ঝাড়খণ্ডে খতম তিন মাও-নেতা

রাঁচি, ২৬ জুলাই: মাওবাদী দমনে ফের সাফল্য। ঝাড়খণ্ডের গুমলা জেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে তিন মাও নেতার। পাশাপাশি, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরক। জানা গিয়েছে, শনিবার ভোররাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘাঘরা জঙ্গলে যৌথ অভিযান চালায় পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী (ঝাড়খণ্ড জাগুয়ার)। খবর ছিল, ওই এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে মাওবাদীদের একটি দল। সেইমতো এলাকা ঘিরে শুরু হয় তল্লাশি। পিছু হঠার জায়গা না পেয়ে রীতিমতো কোণঠাসা হয়ে নিরাপত্তাবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। পালটা জবাব দেয় বাহিনীও। দীর্ঘক্ষণ দু'পক্ষের গুলির লড়াই চলার পর অবেশেষে মৃত্যু তিন মাওবাদী নেতার। পুলিশ সূত্রে খবর, পাশাপাশি, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরক।

সেনা পরিবারের জন্য শুরু হল আইন সহায়তা প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই: আইনি ঝামেলা থেকে সেনা পরিবারকে রক্ষা করতে এই প্রথমবার অভিনব প্রকল্প চালু হচ্ছে দেশের বিচারব্যবস্থার তরফে। সীমান্তে কর্তব্যরত সেনাকর্মীরা ঘরোয়া আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে তাঁদের আইনি সহায়তা দেবে নালসা নামক সংগঠন। সেনাকর্মীদের উদ্দেশে ওই সংগঠনের বার্তা, 'আপনারা দেশসেবা করুন। আপনার পরিবারের দেখাশোনা করবে বিচারবিভাগ।' বিচারপতি ও আইনজীবীদের সর্বভারতীয় সংগঠন ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির তরফে নতুন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের নাম 'নালসা বীর পরিবার সহায়তা যোজনা ২০২৫'। ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস

অথরিটির কার্যকরী চেয়ারম্যান, বিচারপতি সূর্য কান্ত এই প্রকল্পের মূল হোতা। তিনিই সেনাকর্মীদের পরিবারকে আইনি সহায়তা দেওয়ার এই প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। আগামী ২৪ নভেম্বর তিনি দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি পদে দায়িত্ব নেবেন। সূত্রের দাবি, 'অপারেশন সিঁদুর' চলাকালীনই এই ধরনের প্রকল্পের কথা ভাবেন বিচারপতি সূর্যকান্ত। সেনা আধিকারিকরা আত্মত্যাগে মানসিকভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠেন তিনি। ওই প্রকল্পের উদ্বোধন হল কাশ্মীরে। তাতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, জম্মু-কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিন্‌হা এবং মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার।

বিলেতে অধিনায়কের সঙ্গে লড়াই রাহুলের ! আশা সিরিজ বাঁচানোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইংল্যান্ডের রানের পাহাড়ে চাপা পড়ে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমেছে ভারত। তৃতীয় দিনের শেষে যেখানে ইংল্যান্ডের স্কোর ছিল ৭ উইকেটে ৫৪৪, সেখান থেকে চতুর্থ দিন সকালে বেন স্টোকস ও ব্রাইডন কার্সের দুরন্ত জুটিতে স্কোর গিয়ে দাঁড়ায় ৬৬৯-এ। স্টোকসের দাপুটে ১৪১ রানের ইনিংস এবং ভারতের বোলারদের ব্যর্থতায় ইংল্যান্ড ভারতের সামনে রেখে দেয় ৩১১ রানের বিশাল লিড। এই পরিস্থিতিতে ভারতের জবাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শুরুতেই ভেঙে পড়ে টপ অর্ডার। ক্রিস ওকসের এক দুর্ধষ স্পেলে পরপর উইকেট হারান যশস্বী জয়সওয়াল এবং সাই সুদর্শন। ভারতের স্কোর তখন মাত্র ১ রান, ২ উইকেট পড়ে গেছে। ম্যাচ তখনই হেলে পড়ে ইংল্যান্ডের দিকে। কিন্তু সেখান থেকেই ম্যাচ বাঁচানোর জন্য অস্তিত্বের লড়াই শুরু করেন দুই অভিজ্ঞ ব্যাটার;কেএল রাহুল ও অধিনায়ক শুভমান গিল। একদিকে যখন চাপের পাহাড়, অন্যদিকে তখন তাঁদের ব্যাটিংয়ে ধরা পড়ে এক অনন্য ধৈর্য ও নিষ্ঠার পরিচয়। প্রথম সেশন

পার করেন তারা অবিচলভাবে। দ্বিতীয় সেশনেও তাঁদের টলাতে পারেনি ইংল্যান্ডের পেস ও স্পিন আক্রমণ। চা-বিরতির সময় ভারতের স্কোর দাঁড়ায় ২ উইকেটে ৮৬। বিরতির পরও তাঁদের ব্যাট ছিল দৃঢ় ও স্থির। কখনও ঠান্ডা মাথায় সিঙ্গেলস নিয়েছেন, আবার কখনও সুযোগ বুঝে বাউন্ডারিও হাঁকিয়েছেন। কিন্তু কোনও তাড়াহুড়ো বা বেপরোয়া শট খেলার ঝুঁকি নেননি। তাঁদের এই সংযমই দলের জন্য হয়ে দাঁড়ায় আশার আলো। রাহুল করেন ১৪১ বলে ৫০ রান, আর গিল মাত্র ৭৭ বলে তুলে নেন তাঁর হাফসেঞ্চুরি। চতুর্থ দিনের শেষে দু'জনেই অপরাজিত। রাহুল ৮৭ ও গিল ৭৮ রানে ক্রিজে রয়েছেন।ভারতের ইনিংস দাঁড়ায় ২ উইকেটে ১৭৪। অর্থাৎ এখনও ১৩৭ রানে পিছিয়ে রয়েছে তারা। একদিন সময় হাতে। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চম দিন সকালে আবারও 'শূন্য' থেকে শুরু করতে হবে রাহুল ও গিলকে। সামান্যতম ভুল মানে সিরিজ হাতছাড়া হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। আর সেই কারণেই গোটা দলের দায়িত্ব এসে পড়েছে এই দু'জনের কাঁধে। ইংল্যান্ডের দিক থেকে দেখা গেলে, তারা এখন সম্পূর্ণ চালকের আসনে। ব্যাটিং-বোলিং দুই বিভাগেই তারা অনেক এগিয়ে। কিন্তু এই কঠিন সময়ে টিম ইন্ডিয়ার সামনে একমাত্র লক্ষ্য;ম্যাচটিকে ড্র করানো। কারণ এই টেস্ট যদি হারে, তবে সিরিজও হাতছাড়া। কিন্তু যদি ড্র করতে পারে, তাহলে ওভালে পঞ্চম টেস্টে জয় তুলে নিয়ে সিরিজে সমতা ফেরানোর সুযোগ থাকবে গিল বাহিনীর। এই কঠিন সময়েই যেভাবে গিল ও রাহুল নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন, তাতে ভারতের ড্র করার স্বপ্ন এখনও জীবন্ত। বলাই যায়, ম্যাচ বাঁচানো নয়, একটা সিরিজ বাঁচিয়ে দিতে পারেন এই দুই ব্যাটার। এখন গোটা ক্রিকেটপ্রেমী দেশের দৃষ্টি তাঁদের দিকেই।

ডার্বিতে কেউ পিছিয়ে থাকে না, প্রমাণ করল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবারের যুবভারতী, কলকাতা লিগের ডার্বির আগে সকাল। ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে কোচ বিনো জর্জের দিকে প্রশ্নবাণ আসছিল, ইস্টবেঙ্গল লিগ টেবিলে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। প্রথম ম্যাচের পর সেই চেনা ইস্টবেঙ্গলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শনিবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল প্রমাণ করল ময়দানের সেই প্রাচীন প্রবাদ, 'ডার্বিতে কেউ পিছিয়ে থাকে না'। ডার্বিতে পরিসংখ্যান হিসেব করে জয়ের আশা করা ভুল।* কলকাতা লিগের ডার্বিতে ৩-২ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে জয়ী ইস্টবেঙ্গল।

শুরু থেকেই আক্রমণে ঝড় তোলে ইস্টবেঙ্গল। ৬ মিনিটে সায়নের পাস এডমুন্ডকে, সেই সুযোগ নষ্ট করে লাল-হলুদ। তিন মিনিটের মধ্যেই এডমুন্ডের পাস থেকে সায়ন বল পেয়ে জেসিন টিকে এগিয়ে দেয়। জেসিনের গোলে ১-০ এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ২০ মিনিটে গোলদাতা জেসিন টিকে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ে। জেসিনের জায়গায় নামেন মার্ক জোথানপুইয়া। জেসিন উঠে যাওয়ায় ইস্টবেঙ্গল ছন্দ হারাতে পারে বলে সমর্থকরা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছিলেন। তবে ডার্বির উত্তাপ গায়ে মেখেই বিনো জর্জের ছেলেরা যেন আজ মাঠে নেমেছিল। ৩১ মিনিটে মোহনবাগান অধিনায়ক সন্দীপ মালিকের থ্রু বল গোলকিপার দেবজিতের আটকে দেয়। ফিরতি বল পেয়ে সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন কিয়ান নাসিরি। প্রায় ফাঁকা গোলে বল জালে জড়াতে ব্যর্থ কিয়ান। ৩৭ মিনিটে মাঝমাঠে সালাউদ্দিনের জায়গায় পাসাংকে নামিয়ে খেলা ঘোরানোর চেষ্টা করে মোহনবাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো। ৪২ মিনিটে দীপেন্দুর কনুই লাগে ডেভিডের গায়ে। প্রথমে কনুই, তারপর দীপেন্দুর পা মাথায় লাগে ডেভিডের। কোনও কার্ড দেখায়নি রেফারি। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে ২-০ এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। মার্ক জোর পাস এডমুন্ডকে, সেখান থেকে থ্রু বল পেয়ে গোল করেন সায়ন ব্যানার্জি। বাগান গোলকিপার দীপ্রভাত জায়গায় ছিলেন না।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফিরে আসে মোহনবাগান। ৫৫ মিনিটে কিয়ানের কর্ণার থেকে বল পায় দীপেন্দু। লেওয়ান কাসাটা বল পেয়ে ব্যবধান কমান। ৬৭ মিনিটে লেওয়ানের পাস থেকে কিয়ান গোল করেন। ৬৯ মিনিটে আবারও ম্যাচে ফিরে আসে ইস্টবেঙ্গল। ডানদিক থেকে আমন সিকে সেন্টার থেকে ডেভিড গোল করেন। ৮৩ মিনিটে রামসঙ্গার মাঝমাঠ থেকে বাড়ানো বল পেয়ে যান নাসিব রহমান। নাসিবের পাস থেকে ডেভিড বল পেলেও সুযোগ নষ্ট করেন। ম্যাচ শেষে মোহনবাগান কোচ ডেগি কার্ডোজো বলে গেলেন, ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতার কাছে হার মানল তার ছেলেরা। মাঠ নিয়েও অসন্তুষ্ট মোহনবাগান কোচ ও ফুটবলার কিয়ান নাসিরি। ক্ষুব্ধ ডার্বি হারলেও আমার দল ভালো খেলেছে। ছেলেদের খেলায় আমি খুশিক্ষ্ম, বলেন ডেগি। বিনো জর্জ বলেন, 'আজকের দিনে আশিয়ান কাপে জয় পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। আজ হারের কথা ভাবাই যায় না।'

৯ সেপ্টেম্বর শুরু এশিয়া কাপ, মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই: এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল শনিবার নিশ্চিত করেছে যে এশিয়া কাপ ২০২৫, ৯ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে অনুষ্ঠিত হবে। টি-২০ ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে ভারত ও পাকিস্তান-সহ আটটি দল অংশগ্রহণ করবে। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি, যিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যানও, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা 'এক্সে' দিয়েছেন। 'আমি সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে ২০২৫ সালের এসিসি পুরুষদের এশিয়া কাপের তারিখ নিশ্চিত করতে পেরে আনন্দিত। মর্যাদাপূর্ণ এই টুর্নামেন্টটি ৯ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। আমরা ক্রিকেটের এক দর্শনীয় প্রদর্শনীর দিকে তাকিয়ে আছি। বিস্তারিত সময়সূচী শীঘ্রই প্রকাশিত হবে', নাকভি পোস্ট করেছেন।

বুমরাহ অবসর নিতে পারেন টেস্ট ক্রিকেট থেকে?

নিজস্ব প্রতিবেদন: টেস্ট ক্রিকেট থেকে বুমরাহর অবসরের জল্পনা শোনা যাচ্ছে। এমনিতেই জসপ্রীত বুমরাকে ঘিরে একাধিক প্রশ্ন বারবার উঠছে ইংল্যান্ড সফরের সময়। সেই ধার কি নেই? গতি কি কমে গিয়েছে? পিঠের চোট কি আবার ফিরছে? এ বার আরও বড় প্রশ্নটা উঠে গেল, বুমরাহ কি অবসর নিয়ে নিতে পারেন টেস্ট ক্রিকেট থেকে? ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সফরে বুমরাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে শুরু থেকেই। কিন্তু বুমরা কি আদৌ খেলার মতো জায়গায় আছেন? ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের তৃতীয় দিন নতুন বল নেওয়ার পর মাত্র এক ওভারই বল করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। ড্রেসিংরুমে ফেরার সময় সিঁড়ি ভেঙে উঠতে দেখা গিয়েছিল। তখন চোখে পড়ে সিঁড়ি ভাঙতেও কষ্ট হচ্ছে বুমরার। এই পরিস্থিতিতে বুমরা টেস্টে খেলা চালিয়ে যেতে পারবেন কিনা, তা নিয়েও উঠে গিয়েছে প্রশ্ন। কেউ কেউ বলছেন, এই সফরের পর লাল বলে আর খেলতে দেখা নাও যেতে পারে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, বুমরার বলে সেই গতি নেই। পুরো সিরিজে একটাও বল ১৪০ কিমির উর্ধ্বে করতে পারেননি। যা বেশ উদ্বেগের বিষয়। যে পয়েন্ট ধরে মহম্মদ কাইফের মতো প্রাক্তন কিন্তু বলে দিয়েছেন, 'আমার মনে হয় না বুমরা আগামী দিনে টেস্টে দেখা যাবে বলে। ও অবসর নিয়ে নিতে পারে টেস্ট থেকে। যে গতিতে বল করত বুমরা, সেটা দেখা যাচ্ছে না। যদি কোনও প্লেয়ার মনে করে, দেশের হয়ে ১০০ শতাংশ দিতে পারছে না, উইকেট নিতে পারছে না, ম্যাচ জেতাতে পারছে না, তা হলে সে নিজেই আর খেলতে চায় না। বুমরার কিন্তু দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা একই রকম আছে। কিন্তু ওর নিজের ফিটনেসটা একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। ওর শরীর আর দিচ্ছে না। টেস্ট ক্রিকেটে কার্যকর ভূমিকাতে দেখাই যাচ্ছে না, এটার থেকে বড় ইঙ্গিত আর কী হতে পারে? আমার তো মনে হয়, যা শারীরিক অবস্থা ওর, ভবিষ্যতে শারীরিক সমস্যায় পড়তে পারে। বিরাট, রোহিত, অশ্বিনের পর এবার ক্রিকেট ভক্তদের বুমরাকে ছাড়াই ভারতীয় টিমকে গ্রহণ করতে হবে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা
রবিবার • ২৭ জুলাই ২০২৫ • পেজ ৮

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দাদাঠাকুরকে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের মতো মহাপুরুষ বলে অভিহিত করেছেন

স্বপনকুমার মণ্ডল

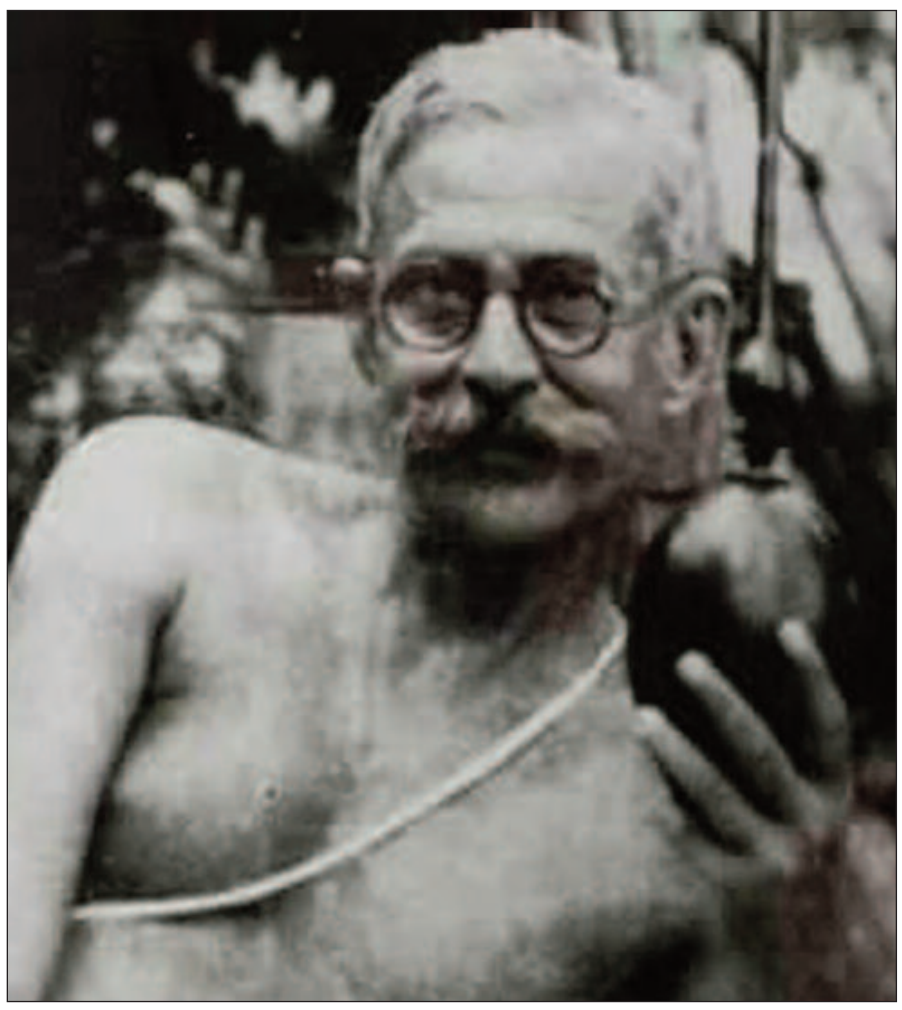

বাংলা রসসাহিত্যের একমেবাদ্বিতীয়ম শিল্পী শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর আত্মজীবনী 'ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর' (১৯৯৬)-এ রসিকতা করে বলেছেন একই নামের দু'জন কখনও বিখ্যাত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় কোনো রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত না হলেও দ্বিতীয় শরৎচন্দ্র বিখ্যাত তো বটেই, জনপ্রিয়ও হয়েছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (১৮৮১-১৯৬৮)। আমজনতার কাছে তিনি দাদাঠাকুর নামেই পরিচিত ছিলেন। অবশ্য কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠার পর আরও এক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৮২-১৯৪৫) ঔপন্যাসিক হিসাবে বাংলাসাহিত্যে এলেও তাঁকে পাওয়া যায় একমাত্র সাহিত্যের ইতিহাসে। কিন্তু শরৎচন্দ্র পণ্ডিত তথা দাদাঠাকুর আজও স্বমহিমায় স্মরণে বরণীয়। অথচ তিনি হাসির গান ও কবিতা ছাড়া সাহিত্যের কোনো ধারাকেই সমৃদ্ধ করেননি। কিন্তু আপন পাণ্ডিত্যে সেকালের সাহিত্যরথী ও মহারথীদের পাশাপাশি বলা ভালো একটু বেশিই জনপ্রিয় ছিলেন।

দাদাঠাকুর ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৩ বৈশাখ বীরভূমের শিমলান্দী গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় বাবা-মাকে হারানোর কাকা রসিকলাল পণ্ডিতের অপত্যস্নেহে তিনি লালিত-পালিত হন। দারিদ্র ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। সেজন্য তিনি বেশিদূর পড়াশুনা করতে পারেননি। জঙ্গিপুর হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে দাদাঠাকুর এফ. এ. পড়ার জন্য বর্ধমান রাজ কলেজে ভর্তি হন। স্কুলে হাফ বেতন দিতে হলেও কলেজে কোনো বেতন না লাগায় তাঁর পক্ষে পড়াশোনায় সুবিধেই হয়েছিল। কিন্তু আহারাদির জন্য দাদাঠাকুরকে এক পুলিশের ছেলেকে প্রাইভেট পড়াতে হতো। সেখানেও বিপত্তি ঘটে। সেই পুলিশের আরেকটি পাঁচ-ছ বছরের শিশুকে বিনে পয়সায় পড়াতে একরকম বাধ্যই হন তিনি। কলেজে পড়া এবং কায়ক্লেশে আহারাদির ব্যবস্থা করা দুটি বিষয় তাঁর পক্ষে সামলানো সম্ভব হয়নি। অর্থের দারিদ্র পীড়িত করলেও মনের দারিদ্র তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। যদি বিদ্যাসাগরের মতো চারিত্রিক দৃঢ়তার আটপৌরে দ্বিতীয় কোনো বাঙালি থেকে থাকেন, তবে তিনি শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। বিলাসিতার ছিটেফোঁটা তার শরীরকে স্পর্শ করতে পারেনি। কোনোদিন জামা পড়েননি, খালিপায়ে হেঁটেছেন। অথচ জমিদার থেকে লাটসাহেব কারও কাছে মাথা নোয়াননি।

দাদাঠাকুর দুটি কারণে স্মরণীয়। একটি তাঁর সেকালের জঙ্গিপুরের মতো অনুন্নত এলাকা থেকে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাণ করা, অন্যটি হাস্যরস পরিবেশনের একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করা। মাত্র ৫০ টাকা পুঁজি নিয়ে ৪৬ টাকায় কাঠের পুরোনো প্রেস ও ছাপাখানার সরঞ্জাম কিনে জঙ্গিপুর সংবাদ প্রকাশ করেন। সেই ২০-২১ বছরের তরতাজা যুবক নিজের উদ্যোগে কী কঠোর পরিশ্রম ও অসীম ধৈর্যে পত্রিকাটি চালাতেন, তা তাঁর ছাপাখানা চালানোর কথা থেকে জানা যায় 'আমার ছাপাখানার আমি প্রোপাইটার, আমি কম্পোজিটর, আমি প্রুফ- রিডার, আমিই ইঙ্কম্যান। কেবল প্রেস-ম্যান আমি নই, — সেটি ম্যান নয়, উইম্যান। অর্থাৎ আমার অর্ধাঙ্গিনী।' দাদাঠাকুর গ্রামগঞ্জের খবরই শুধু নয়, সামাজিক অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে সরস-ব্যঙ্গে কবিতার আকারে সংবাদ পরিবেশনের একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকা স্মরণ করা যেতে পারে। এছাড়া পত্রিকাটিতে দাদাঠাকুরের দেশপ্রেমী হিসাবেও বিশেষ ভূমিকা ছিল। এমনকি সেকালের চা বাগানের শ্বেতাঙ্গ মালিকদের এদেশীয় শ্রমিকদের উপর নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী সচল ছিল। তাঁর প্রতিবাদী চরিত্রের জন্য একাধিক বার তাঁকে ইংরেজ শাসকের রোষানলে পড়তে হয়েছিল।

রঙ্গভরা বঙ্গদেশে এখন রাজা নেই, তাঁর রসিক ভাঁড়ও নেই। কিন্তু রসিক মানুষ আছে। রাজদরবার না থাকলেও জনদরবার সর্বত্র। এদিকে আবার বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সাদরে সমাদৃত হয়নি। হাসি তখনও হাস্যকর। অথচ মানুষ হাসতে চায়, হাসাতে চায়। কিন্তু হাসানোর রঙ্গ-রসিক কোথায়? এই অভাব পূরণ করার জন্যই যেন দাদাঠাকুরের আবির্ভাব। তাঁর উপস্থিতি মানেই হাসির ফোয়ারা কিংবা উষ্ণ প্রস্রবণ । হাস্যরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার দাদাঠাকুরের মধ্যে আবাল্য হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা বিস্ময়কর বৈকি! অভ্যন্ত সহজে তাঁর বিধিদত্ত প্রতিভায় সৃষ্ট হাস্যরসে রঙ্গই মুখ্য, ব্যঙ্গ নয়। তিনি একইসঙ্গে হাস্যরসের ধারক এবং বাহক। হাস্যরসকে জনপ্রিয় করার জন্য দাদাঠাকুর ১৩২৯ বঙ্গাব্দে সাপ্তাহিক 'বিদূষক' পত্রিকা বের করেন। লেখক থেকে কম্পোজিটর, মুদ্রাকর, প্রকাশক সবই তিনি। তিনিই আবার রঘুনাথ গঞ্জের পণ্ডিত প্রেসে ছাপিয়ে কলকাতার রাস্তায় হকারি করতেন। তাঁর হাস্যরস সৃষ্টি বিস্ময়কর ক্ষমতা পরবর্তীকালে প্রবাদের মতো মানুষের মুখেমুখে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন —

১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কে জিতবে? দাদাঠাকুরের কথায় জার্মানি (যার Money) এবং জার্মান (যার Man) যেদিকে থাকবে।

২) বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে নীলমণি ভট্টাচার্য ও রমণীমোহন সেনের মধ্যে কে জিতবে? দাদাঠাকুর বললেন, রমণীর (Raw Money) সঙ্গে নীলমণি (Nil Money) পারবে কেন?

৩) দাদাঠাকুরের কথায় কলকাতা অদ্ভুত শহর। সেখানে নিত্যরাস, নিত্যঝুলন। কারণ, ট্রামে বাসে যেমন rush– তেমনি ঝুলন।

৪) এক সভায় শরৎচন্দ্র দাদাঠাকুরকে রসিকতা করে বলেছিলেন, 'কীহে, বিদূষক শরৎচন্দ্র...।' দাদাঠাকুরও কম নন। তিনিও বলেছিলেন, 'কীহে চরিত্রহীন শরৎচন্দ্র...'

৫) প্রচণ্ড শীতের এক সভায় খালিগায়ে আসায় সকলের কৌতূহল নিরসনের জন্য দাদাঠাকুর ট্যাক থেকে একটি পয়সা বের করে বলেছিলেন পয়সার গরমে এসেছি।

৬) 'বিদূষক'-এর একটি কবিতার পুত্রবধূ শাশুড়িকে বলেছে, 'আঁতুর হইতে কলেজ খরচা/ হিসেব করিয়া চার হাজার/ বাবার নিকট নিয়েছ গুনিয়া/ পুত্রের দাবী কেন আবার ?'

এই রকম কত দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দারিদ্রের সঙ্গে পাল্লা লড়েও দাদাঠাকুর আজীবন মানুষ হাসিয়ে ৮৭ বছর বয়সে ১৩৭৫ -এর জন্মদিনেই অমৃতলোকে পাড়ি দেন। অথচ তিনি দীর্ঘদিন মৃতলোকে অমৃতের আস্বাদ বিলিয়ে অমর হয়ে রয়েছেন। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ ৮৫ বছরের জীবনে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখজনের মতো দাদাঠাকুরকে জনাকয়েক মহাপুরুষের একজন হিসাবে বিশেষিত করেছেন। সেদিক থেকে অন্য শরৎচন্দ্র যে জনপ্রিয় শরৎচন্দ্রের থেকে স্বতন্ত্র, সে বিষয়টি ভাষাচার্যের অভিমতেই প্রকট হয়ে ওঠে।

নাট্যচর্চা

'হাওড়া নাট্যজন'-এর নাটক বৃষ্টি নামবে বলে

স্বনামধন্য নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনেতা শ্রদ্ধেয় মনোজ মিত্র বলতেন, 'অধুনা জেলা থেকে উঠে আসছে নজরকাড়া নাট্যপ্রযোজনা'। তার প্রতিফলন সম্প্রতি মঞ্চস্থ হওয়া হাওড়া নাট্যজন এর নাটক 'বৃষ্টি নামবে বলে'। নাটকটি সম্প্রতি হাওড়া ভোলাগিরি কলা মন্দির মঞ্চে রাজা গুহ রচিত ও অজয় সাউ এর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হলো। তিনটি চরিত্র সম্বলিত এই নাটকে সম্পর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়া তিনটি মানুষের গল্প।

ভারতের সীমান্তরক্ষী আভজিৎ সিংকে ভালোবেসে বিয়ে করেন পাপড়ি, কিন্তু বিয়ের কয়েক দিনের পরেই আভজিৎ সিং এর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পাপড়ির। এই সুযোগে পাপড়ির মনে জায়গা করে নেয় এক সময়ের সহপাঠী সুপ্রভাত। পাপড়ি আবার বিয়ে করে সুপ্রভাতকে। জন্ম নেয় সুনন্দ। হঠাৎ করে ফিরে আসে আভজিৎ সিং, পাপড়ির মনে ঝড় ওঠে, সুনন্দকে মানুষ করার জন্য আদালতের আদেশে সুপ্রভাত এর অভাবের সংসার ছেড়ে পাপড়ি আবার চলে আসে আভজিৎ সিং এর সংসারে।

সুনন্দ এখন অনেক বড়ো হয়েছে। সে এখন বায়ুসেনার পাইলট। ভারত পাকিস্তান সীমান্তে এই উত্তপ্ত সময়ে সে চলে যাবে, এই খবর পেয়ে সুপ্রভাত দেখা করতে আসে সুনন্দর সঙ্গে। কথায় কথায় সুনন্দ জানতে পারে আভজিৎ সিং তার বাবা নয় তার আসল বাবা সুপ্রভাত। সুনন্দ আসল সত্য জানতে চায় পাপড়ির কাছে। পাপড়ির নীরবতাই যেন সুনন্দকে সব কিছু বুঝিয়ে দেয়।

তাই নিজের জন্মদাতা কে মেনে নিয়ে সুনন্দ যুদ্ধ বিমানে ওঠার আগে প্রথম সেলুটটা তার বাবাকেই দিতে চায়। নাট্যকার যেন পাপড়ির চরিত্রে মৌসুমী সাউ এর জন্যই লিখেছেন, সুপ্রভাত এর চরিত্রে বাসুদেব ভট্টাচার্য ও সুনন্দর চরিত্রে অতীশের অভিনয় দেখে অভিভূত হতে হয়। অজয় সাউ এর নিখুঁত নির্দেশনায় তিনটি চরিত্রকে একটি সুতোয় বেঁধেছেন। সামান্য চেয়ার, টেবিল এই ছিল মঞ্চায়ন। সঙ্গে সুশান্ত বাগের নাট্যোপযোগী আলো এবং স্বয়ং পরিচালক অজয়ের আবহ নির্মাণ নাটকটিতে অন্য মাত্রা এনেছে। নাটকটি দর্শক সমাদৃত বলা যেতে পারে।

'ফুলেরা' গাঁও, এক রাজনৈতিক পাঠ

সুপ্রিয় দেবরায়

গাড়িতে করে বড় রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে আসা হল এক বৃদ্ধাকে। সেখান থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে গ্রাম। কিন্তু, গ্রামের রাস্তা ভালো নয়, কোথাও কাদামাটি, তো কোথাও বিশাল গর্ত! তাই গাড়ি ঢুকতে পারবে না গ্রামে অগত্যা বৃদ্ধাকে ক্যাম্প খাটে শুইয়ে, নিয়ে যাওয়া হল বাড়ি পর্যন্ত আবার আর এক গ্রামে রাস্তা খারাপ হওয়ার কারণে অ্যাম্বুলেন্স বা অন্যান্য গাড়ি গ্রামে ঢুকতে পারছে না, তাই গ্রামবাসীরা অসুস্থদের খাটিয়ায় করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।*এমনই ছবি উঠে এসেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের যদুপুর গ্রামে, সবং কিংবা নারায়ণগড়ে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে বেহাল অবস্থা রাস্তার। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিডিও সবার কাছে রাস্তা ঠিক করার জন্য আবেদন করেও কোনও ফল হয়নি। প্রতিবার কেবল আশ্বাস জোটে, কাজের-কাজ কিছুই হয় না। এমনকি ব্লক ডেভলপমেন্ট আধিকারিকের দফতর ঘেরাও করা হয়েছিল। তাতেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের।

গত রাতের বৃষ্টিতে মাটির রাস্তা বেশ কাহিল। সে সব টপকে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে এসে পৌঁছল একটি বাইক। নামলেন দু'জন সাংবাদিক। তখনও আসেননি সচিবজি। পঞ্চায়েত অফিসের উল্টোদিকে একটি বাড়ি। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, এগিয়ে এলেন একজন। জানালেন, এখানে এখন প্রায় রোজই কেউ না কেউ আসেন। পঞ্চায়েত অফিস, গ্রাম দেখতে। এই গ্রামটা এখন একটা টুরিস্ট স্পট। একটু পরেই আবার বললেন, সচিবজি এই পঞ্চায়েত অফিসে থাকেন না। অফিস থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে সেহোরে থাকেন। নিজের বাড়িতে। তাই তো সচিব অভিষেকের শোয়ার ঘরটা এখন ফাঁকাই আছে। সাংবাদিক দু'জন একটু অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকান। প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার পর সচিবজির নির্দেশে খোলা হল 'ফুলেরা' পঞ্চায়েত অফিস। তালা খুললেন সচিবজির সহযোগী। রোজ পঞ্চায়েত অফিসে আসেন না প্রধান। অনেক কাকুতিমিনতি করার পর, বেশ কিছুক্ষণ পর পঞ্চায়েত অফিসে এলেন প্রধান। কাদায় প্যাচপ্যাচে রাস্তা পেরিয়ে। যে রাস্তায় বাইক-সাইকেল চালানো বেশ চ্যালেঞ্জের। অবশ্য প্রধান চলে এলেও আলো কিন্তু এল না। তাই বাধ্য হয়েই সচিবকে নিয়ে অফিসের বাইরেই বসতে হল প্রধানকে। সেখানেই চলল আলাপ, টুকটাক কথাবার্তা; অর্থাৎ ইন্টারভিউ। কিছুক্ষণ পর কাদা-জলে মোড়া রাস্তা পার করে বাড়ি ফিরে গেলেন পঞ্চায়েতের প্রধান ইন্দরসিংদেবী। না মঞ্জুদেবী নন, ইন্দরসিংদেবী। ভোপাল থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দূরে মধ্যপ্রদেশের সেহোরের মহোদিয়া গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান ইন্দরসিংদেবী। এই মহোদিয়া গ্রামেই শুটিং হয়েছে বহু আলোচিত ওয়েব সিরিজ 'পঞ্চায়েত'-এর পরপর চারটে সিজন। মহোদিয়া গ্রাম এখন পরিচিত 'ফুলেরা' নামে। হলুদ রঙের মহোদিয়া পঞ্চায়েত অফিসের একটু দূরেই রয়েছে সেই জলের ট্যাঙ্ক, যেখানে শুরু হয়েছিল সচিবজি আর রিঙ্কির প্রেমপর্ব। অবশ্য পঞ্চায়েত অফিসের সামনের টিউবওয়েলটা দেখতে পাওয়া যায় না, যার চাতালে বসে কাপড় কাচতেন ফুলেরার সচিব অভিষেক। আবার মহোদিয়ায়, ফুলেরার মতো মঞ্জুদেবীর স্বামী নয়, গ্রামকে সামলান ইন্দরসিংদেবীর ছেলে। ফুলেরার মতোই মহোদয়াতেও আলো না থাকার চল রয়েছে। দিনে বেশ কয়েক ঘণ্টা বিদ্যুৎ ছাড়াই থাকতে হয় মহোদিয়া গ্রামের হাজার চারেক মানুষকে। ইন্দরসিংদেবী চলে যাওয়ার প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে আলো আসায় নিজের কাজ শুরু করতে বসলেন মহোদয়ার সচিবজি। বাইরে অপেক্ষা করছিলেন নীনা বাই। আলো আসতেই অফিসে ঢুকে প্রশ্ন, 'মেরি ঘরকা সামনে কা রাস্তা কব ঠিক হোগি সচিবজি —'। যেন সেই ফুলেরা গাঁওয়ের ক্রান্তিদেবীর প্রশ্ন। আর এই খারাপ রাস্তাই আসন কাড়ে ফুলেরা প্রধান মঞ্জুদেবীর, মাত্র ৭১ ভোটে। মহোদয়ার সচিবজি সাংবাদিকদের জানান, 'পাঁচ বছর লেগে গিয়েছে সরকারি স্তরে অনুমতি আসতে। বাস্তবে রাস্তা-ঘাট ঠিক হতে আর ক'বছর লাগবে জানি না।'

পঞ্চায়েতের পঞ্চম সিরিজের শুটিং খুব সম্ভব শুরু হবে আগামি অক্টোবর থেকে। আর মহোদিয়ার সাদাসিধে মানুষগুলোর আশা, এবার অন্তত গ্রামের রাস্তাটা ঠিক হবে। মঞ্জুদেবীর বাবার হঠাৎ আগমন ফুলেরা গ্রামে কি তারই ইঙ্গিত দিয়েছে? ফুলেরা গ্রাম আশা করছে নতুন বিধায়কের। ফুলেরা পঞ্চায়েতের প্রধানজি, মঞ্জুদেবী, সচিবজির সঙ্গে বিধায়কজির বিরোধ থাকলেও, তাঁকে এলাকায় মাঝেমধ্যে আসতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু মহোদয়া গ্রামে বিধায়কজি কবে এসেছেন, গ্রামের লোকেরা মনে করতে পারেন না। গ্রামের লোকেরা বলছেন, 'আজ গ্রামের নাম চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রচুর মানুষ এসে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে ছবি তুলছেন। কিন্তু, এখানকার মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলো থাকে না। রাস্তা-ঘাটের অবস্থা বেহাল।' আসলে, পঞ্চায়েত সিরিজের ফুলেরার মতো মহোদিয়াও দিনের পর দিন ভুগে চলেছে খারাপ রাস্তার জন্য। এই খারাপ রাস্তা নিয়েই তো ভূষণ-ক্রান্তিদেবীর লড়াই শুরু, যখন ভূষণ তাঁর বাইক খারাপ হওয়ার জন্য রাস্তাকেই দায়ী করেছিলেন। প্রধানজি এবং মঞ্জুদেবীর জুটিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন বিরোধী গোষ্ঠীর মুখ 'বনরাক্ষস' ভূষণ এবং তাঁর স্ত্রী ক্রান্তিদেবী। সিরিজে, ভূষণ-কান্তাদেবী বিধায়কজিকে রাজি করিয়েছিলেন, খারাপ রাস্তা ঠিক করার জন্য। বাস্তবে মহোদিয়ার মানুষ বিধায়কজির কাছে পৌঁছতেই পারেন না, তিনি তো রাজ্যের মন্ত্রী। খাওয়ার জল কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে বয়ে আনতে হয়। জলের ট্যাঙ্ক থাকলেও, তাতে কাজের কাজ কিছু হয় না। খোলা মুখ কুয়োর দিকেই তাকিয়ে থাকে মহোদিয়ার কয়েকশো পরিবার। নামেই একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, যা অধিকাংশ দিনই বন্ধ থাকে। একটা প্রাথমিক স্কুল আছে, কিন্তু পড়ুয়ারা রোজ আসে না। আসলে, উত্তর বা মধ্যপ্রদেশ হোক কিংবা হরিয়ানা, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ; প্রান্তিক গ্রামের ছবিটা একইরকম।

পঞ্চায়েত সিরিজে উন্নয়নের অভাব আর খারাপ রাস্তাই কেড়ে নিয়েছিল মঞ্জুদেবীর আসন। জল্পনা; এবার কি হাল ফিরবে ফুলেরার? আর বাস্তবের মহোদয়বাসীরা বলছেন, এবার অন্তত একবার বিধায়কজি আসুন। প্রকৃত অবস্থা দেখুন, উন্নয়নের জন্য কিছু করুন। আবার এই পঞ্চায়েত সিরিজ দেখায়, রাজনীতির মারপ্যাঁচের মাঝে থেকেও ভূষণের পাশে থাকা তাঁর পরম ভক্ত বিনোদের সাদা মনে কাদার দাগ লাগে না একটুও। বিপক্ষ দলের হয়েও তাই সে অক্লেশে প্রধানজির দেওয়া লাড্ডু খেতে পারে। দলবদলের প্রস্তাবে সটান বলে দিতে পারে, 'হাম গরিব হ্যায়, গদ্দার নেহি।' আর সচিবজি, সরকারি চেয়ারে বসেও, চাকরিতে সমস্যা বা আগামির তোয়াক্কা না করে স্রেফ সম্পর্কের খাতিরে প্রধানজি আর মঞ্জুদেবীর ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। 'পঞ্চায়েত' ওয়েব সিরিজের মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতের রাজনীতি ও সামাজিক জীবনের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই সিরিজে ক্ষমতা, দুর্নীতি এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উপর রাজনীতির প্রভাব দেখানো হয়েছে। ঔদ্ধত্য, অপশাসন, উন্নয়নের অভাব অব্যাহত থাকলে সমাজই যে একদিন যে কোনও শাসকদলকে; যতই ক্ষমতাবান হোক, নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, তার প্রমাণ ইতিহাসই দিয়েছে। সিরিজ ৪ প্রায় শেষ হওয়ার মুখে হতাশ প্রধানজি বলেন, 'রাজনীতি হ্যায়, গুড্ডে-গুড্ডিও কা খেল নেহি, যো সব বধিয়া বধিয়া হোগা।'

বর্তমান রাজনৈতিক নেতারা অনেকেই হয়তো এই ওয়েব সিরিজটি দেখেছেন কিংবা সময় পেলে হয়তো দেখবেন সিজন ৪; কিন্তু কয়জন উপলব্ধি করবেন এর অন্তর্নিহিত মর্ম!

কবিতা

হে ঈশ্বর

দেবীপ্রসাদ পাঁজা

মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে
যদি তখনও জেগে থাকি,
হে ঈশ্বর...
তবে ক্ষমা করো,
ক্ষমা করো এই মৃত্যুহীন প্রাণ আর
জীবন্ত পড়ে থাকা দিশাহীন যাত্রীকে।

এই ক্ষমাহীন জীবন তোমার কাছে
চেয়েছিল একটু বাঁচার রশদ,
তুমি ধরিয়ে দিলে একটা দয়ার পাত্র
আর তাতে কয়েক ফোঁটা ঘি!

সত্যি বলতে এগুলোর কিছুই ত চাইনি আমি
হে ঈশ্বর...
চাইনি তোমার প্রেরিত কোন দুতকেও।
শুধু উত্তর চাই...
আধপোড়া লাশ হয়ে কেন বেঁচে থাকব!

তাহলে ভিটে মাটি সবটুকু পড়ে থাক
ভুল মন্ত্রপূত হয়েই...
হে ঈশ্বর, আগলে রেখো
বেঁচে থাকা সব আগন্তুকদের।